# আরিজিন

# আরিজিন

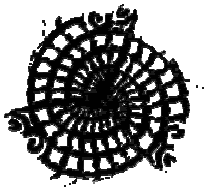

ড্যান ব্রাউন

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল কিদাহ

ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৬২৬২৮২৮২৭
প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০১৭
©লেখক
প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অলংকরণ : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক :www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৪৬০ টাকা

---

Origin by Dan Brown
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 460 Tk. U.S. :20 $ only

উৎসর্গ
মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই উপন্যাসে বর্ণিত সমস্ত শিল্পকলা, স্থাপত্য, স্থান, বিজ্ঞান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাস্তব।

জীবনকে নিয়ে আমাদের যে পরিকল্পনা, একমাত্র সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে পারলেই, জীবন আমাদের জন্য যা তুলে রেখেছে তা উপভোগ করতে পারা সম্ভব।

-জোসেফ ক্যাম্পবেল

## অনুবাদকের ভূমিকা

ড্যান ব্রাউন যে থ্রিলার সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য এক নাম, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তার সবগুলো বই বেস্টসেলার। তারচেয়ে বড় কথা, সবগুলোই পাঠক সমাজে সমাদৃত। আশা করি তার এই সদ্য প্রকাশিত বই, অরিজিন, পাঠক মহলে সমানভাবে সমাদৃত হবে।

গতানুগতিক লেখকদের চাইতে ড্যান ব্রাউনের লেখা আলাদা। একটু ভারিক্কি, অনেক বেশি তথ্যবহুল। খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে তার নজর দেয়ার বৈশিষ্ট্যটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এই বইও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে কিছুটা হলেও স্বকীয়তার আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিশেষ করে নামের উচ্চারণে। যেমন স্প্যানিশ প্রিন্সের নামে যথাযথ উচ্চারণ হুলিয়ান হলেও, বাংলাদেশের পাঠকের সাথে পরিচিত বলে জুলিয়ান ব্যবহার করেছি। সেই সাথে পাঠকদের সুবিধা জন্য যোগ করা হয়েছে কিছু ছবি ও কিছু কিছু শব্দের ব্যাখ্যা।

কৃতজ্ঞতার তালিকায় নাম থাকবে-তাসনুভা সরোয়ার, বেগম সাহেবা, আদনান আহমেদ রিজন, মারুফ হোসেন, সিয়াম আর রাফির।

সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে চেষ্টা করেছি আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু নিখুঁত করে পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য। এরপরও অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা রয়েই যায়। সেজন্য পাঠকের কাছে আমি আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আশা করি, প্রিয় পাঠক, বইটি আপনাদের ভালো লাগবে।

মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অক্টোবর, ২০১৭

# পূর্বকথনঃ

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে খাড়া পথ ধরে উপরে উঠছে আদ্যিকালের ট্রেন। এই সুযোগে উপরে তাকিয়ে পর্বতের চূড়াটা দেখে নিল এডমন্ড কির্শ। পর্বতগাত্রের দেয়াল খুঁড়ে বানানো পাথরের বিশাল মঠটাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওটা বুঝি শূন্যে ঝুলছে! জাদু দিয়ে কেউ যেন ওটাকে লাগিয়ে দিয়েছে উলম্ব শিলার সাথে।

স্পেনের কাতালানিয়ায় অবস্থিত এই মঠটা পৃথিবীর টান অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে চার শতাব্দীরও বেশি সময় হলো। অনড় অবস্থানের মতো অনড় তার লক্ষ্যও : মঠবাসীদেরকে আধুনিক পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

অথচ বিশ্বকে একপাশে সরিয়ে জীবন-যাপন করতে থাকা এই মঠবাসীরাই সবার আগে জানতে পারবে সত্যটা, ভাবল কির্শ। কেমন হবে তাদের প্রতিক্রিয়া? ইতিহাস বলে, দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষ হলো ঈশ্বরের একান্ত অনুসারীরা...আর যখন খোদ ঈশ্বর হুমকির লক্ষ্যবস্তু, তখন তো আর কথাই নেই। অথচ আমি কিনা বোলতার চাকে ঢিল ছুঁড়তে যাচ্ছি। ট্রেনটা চূড়ায় পৌঁছালে, প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান একটামাত্র অবয়ব দেখতে পেল কির্শ। লোকটার কুঞ্চিত কাঠামোকে ঢেকে রেখেছে প্রথাগত বেগুনি ক্যাথলিক কোসাক, সাথে রয়েছে সাদা রোচেট আর মাথায় একটা যুচ্চেট্টো। লোকটাকে চিনতে পারল কির্শ, সাথে সাথে ওর দেহে খেলে গেল অ্যাড্রেনালিনের বন্যা।

ভালদেজপিনো নিজে আমাকে নিতে এসেছেন!

বিশপ অ্যান্টোনিও ভালদেজপিনোকে চেনে না, এমন লোক স্পেনে নেই। বর্তমান রাজার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আর পরামর্শক তিনি। সেই সাথে ক্যাথলিক রীতি ও বর্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতি সংরক্ষণের পক্ষে সরব বিশপ...সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালীও।

'এডমন্ড কির্শ নিশ্চয়ই?' ওকে ট্রেন থেকে বেরোতে দেখে বললেন বিশপ।

'ঠিক ধরেছেন,' হাসতে হাসতে বৃদ্ধ লোকটার শুকনো হাত নিজের হাতে নিল ও। 'বিশপ ভালদেজপিনো, আমার সাথে দেখা করতে রাজি হবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'না, না। দেখা করতে চেয়ে বরং আপনিই আমাকে সম্মানিত করেছেন।' কির্শ যেমনটা ভেবেছিল, তারচেয়ে অনেক বেশি গম্ভীর বিশপের কণ্ঠ। অনেকটা ঘণ্টার

মতো, পরিষ্কার আর সহজবোধ্য। 'আমাদের সাথে খুব কমই বিজ্ঞানের মানুষ পরামর্শ করতে আসেন। আর আপনার মাপের একজনকে পাওয়া তো আমাদের সৌভাগ্য! দয়া করে এদিকে আসুন।'

কির্শকে পথ দেখিয়ে প্ল্যাটফর্ম পার হলেন ভালদেজপিনো, পাহাড়ের ঠান্ডা বাতাসে উড়ছে বিশপের কোসাক।

'আগেই স্বীকার করে নিচ্ছি,' ভালদেজপিনো বললেন। 'যেমন ভেবেছিলাম, আপনি তেমন নন। আমি আশা করেছিলাম, কোন বিজ্ঞানীকে দেখব। কিন্তু আপনি...' যুবকের নিভাঁজ কাইটক কে৫০ স্যুট আর বার্কার অস্ট্রিচ জুতার দিকে কিছুটা অপছন্দ নিয়েই তাকালেন তিনি। '...অনেকটাই 'ডিসকো'। এই শব্দই তো ব্যবহৃত হয় আজকাল, নাকি?'

ভদ্রতার হাসি হাসল কির্শ, আজকাল কেউ আর ওসব শব্দ ব্যবহার করে না।

'আপনার অর্জনের তালিকা পড়লাম,' বললেন বিশপ। 'কিন্তু প্রকৃত পেশাটা ধরতে পারলাম না!'

'গেম থিওরি আর কম্পিউটার মডেলিং-এ আমি বিশেষজ্ঞ।'

'তার মানে, আপনি বাচ্চারা যে খেলে, ওরকম গেম বানান?'

কির্শ বুঝতে পারল, ইচ্ছা করেই অজ্ঞতার ভান করছেন বিশপ। তারচেয়ে বড় কথা ও এটাও জানে, প্রযুক্তিগত ব্যাপারগুলোতে ভালোই জ্ঞান রাখেন ভদ্রলোক। অন্যদেরকে এর খারাপ প্রভাব সম্পর্কে সাবধানও করে দেন। 'জি না, স্যার। গেম থিওরি হচ্ছে গণিতের একটা বিশেষ অংশ। বর্তমানের নানা ঘটনা প্রবাহ নিয়ে গবেষণা করে এই থিওরির সাহায্যে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আন্দাজ করা যায়।'

'ওহ্, হ্যাঁ। এখন মনে পড়েছে। আপনি সম্ভবত কয়েক বছর আগে ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাই না? যখন কেউ আপনার কথা কানে তুলল না, তখন নিজেই একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম বানিয়ে রক্ষা করেছিলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে। আপনার একটা বিখ্যাত বাণীও আছে-'আমি এখন সেই তেত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছি, যে বয়সে যীশু তার পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন।' ঠিক বলেছি?'

কুঁকড়ে গেল কির্শ। 'তুলনাটা আসলে ঠিক হয়নি, মহামান্য। ক্ষমা করে দেবেন, তখন কমবয়সী ছিলাম।'

'কমবয়সী?' হেসে ফেললেন বিশপ। 'এখন আপনার বয়স কত...চল্লিশ?'

'ঠিক-ঠিক চল্লিশ।'

হাসলেন বৃদ্ধ, বাতাসে পতপত করে উঠছে তার আলখাল্লা।

'ধৈর্যশীলদের পাওয়ার কথা ছিল এই বসুধা। অথচ এখানে আজ রাজত্ব কমবয়সীদের, যারা প্রযুক্তি ছাড়া কিছু বোঝেই না। পর্দার দিকে তাকানোটা তারা

নিজের আত্মার খবর নেয়ার চেয়ে বেশি জরুরী বলে মনে করে। আগেই বলে নেই, ভাবিনি সেই কম বয়সীদের নেতার সাথে কখনও দেখা করার দরকার হবে। আপনাকে সবাই পথ-প্রদর্শক বলে ডাকে, আমি জানি।'

'আমিও ভাবিনি আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হবে,' প্রত্যুত্তরে জানাল কির্শ। 'যখন অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছিলাম, তখন ধরেই নিয়েছিলাম যে দেখা হবার সম্ভাবনা বিশ শতাংশের বেশি না!'

'আমার সহকর্মীদেরকে বলেছিলাম, অবিশ্বাসীর সাথে কথা বলে সবসময় লাভবান হয় বিশ্বাসীই। একমাত্র শয়তানের বাক্য শুনলেই আমরা ঈশ্বরের কণ্ঠের মাহাত্ম্য টের পাই।' হাসলেন বৃদ্ধ। 'ঠাট্টা করছি, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। শরীরের সাথে সাথে রসবোধও বুড়ো হচ্ছে। প্রায়শই মুখ ফসকে বেফাঁস কথা-বার্তা বলে ফেলি।' কথা শেষ করে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'সবাই অপেক্ষা করছে। দয়া করে এদিকে আসুন।'

গন্তব্য স্থলের দিকে তাকাল কির্শ। একটা শৈলশিরার একদম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর পাথরের একটা বিশাল দালান। হাজারো ফুট নিচে রয়েছে গাছের সারি। উচ্চতায় হচকচিয়ে গেল কির্শ, খাদের ভেতর থেকে নজর সরিয়ে অনুসরণ করল বিশপকে। অচিরেই অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মিটিংটার দিকে মন দিল।

তিন প্রধান ধর্মের নেতারা সদ্য অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন। তাদের সাথে কথা বলার অনুরোধ জানিয়েছিল কির্শ।

জায়গাটাকে এখন সারা বিশ্বের ধর্মীয় সংসদ বলাই যায়!

সেই ১৮৯৩ সাল থেকে, বিশ্বের ত্রিশটি ধর্মের শত শত নেতা একত্রিত হচ্ছেন। একেক বার একেক জায়গায় হচ্ছে সেই মিলনমেলা, নিজেদের মাঝে ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেন তারা এই সম্মেলনে। খ্রিষ্টান যাজক, ইহুদি র‍্যাবাই, ইসলামিক মোল্লা-সবাই আসেন। সেই সাথে আসেন হিন্দু পূজারি, বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈন, শিখ এবং অন্যান্য ধর্মের প্রধানরাও।

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে-'বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মাঝে শান্তি স্থাপন, বৈচিত্র্যময় আত্মিক পরিশুদ্ধতার পদ্ধতির মাঝে সেতু বন্ধন এবং সমস্ত বিশ্বাসের মাঝে শান্তির মেলবন্ধন সৃষ্টি করা।'

মহৎ উদ্দেশ্য, ভাবল কির্শ। তবে এমন এক উদ্দেশ্য, যার সফল হবার সম্ভাবনা নেই। প্রাচীন গাল-গপ্পো, পুরাণ আর কল্প-কাহিনির মাঝে মেলবন্ধন খুঁজে লাভটা কী?

বিশপ ভালদেজপিনোর পিছু-পিছু এগোচ্ছে কির্শ, আর পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে মনে মনে হাসছে। ঈশ্বরের বাণী নিয়ে আসার জন্য পাহাড় চড়তে হয়েছিল মোজেসকে...আর আমি চড়াচ্ছি পুরো উল্টো উদ্দেশ্য নিয়ে!

এই ভ্রমণের কারণ হিসেবে নৈতিক দায়িত্বকে দাঁড় করিয়েছে কির্শ। তবে সেই সাথে যে একটু অহংকার মিশে আছে, তা নিজেরও অজানা নেই। এইসব ধার্মিকদের মুখের উপরে তাদেরই অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তির কথা বলে শান্তি পেতে চায় ও।

আমাদের সত্যকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করার অনেক সময় পেয়েছ তোমরা।

'আপনার জীবন-বৃত্তান্ত দেখলাম,' আচমকা বলে উঠলেন বিশপ। 'হার্ভার্ডের ছাত্র ছিলেন?'

'স্নাতক ওখান থেকেই করেছি।'

'হুম। ক'দিন আগেই পড়লাম যে হার্ভার্ডের ইতিহাসে এই প্রথম ভর্তিচ্ছু নাস্তিক ও প্রথাগত ধর্মে অবিশ্বাসী ছাত্রদের সংখ্যা, অন্যান্য সব ধর্মের অনুসারী ছাত্রদের সংখ্যার চেয়ে বেশি। পরিসংখ্যানটা সুখকর নয়, মি. কির্শ।'

এর কারণ একটাই, জনাব।বলতে চাইল কির্শ। আমাদের ছাত্ররা দিনদিন আরও বুদ্ধিমান হচ্ছে।

আদ্যিকালের পাথুরে দালানে যখন এসে পৌঁছল ওরা, তখন বাতাসের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবেশপথের হালকা আলোয়, বাতাসে উড়তে থাকা ধূপের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। অন্ধকার করিডরের গোলক-ধাঁধাঁয় পা রাখল দুইজন। আলখাল্লা পড়া বৃদ্ধের সাথে তাল মেলাতে কষ্টই হলো কির্শের। তবে অবশেষে তারা এসে উপস্থিত হলো একটা অস্বাভাবিক রকমের ছোট কাঠের দরজার সামনে। নক করলেন বিশপ। এরপর মাথা নিচু করে ঢুকে পড়লেন ভেতরে, অতিথিকেও সেটা করার ইঙ্গিত দিলেন।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভেতরে প্রবেশ করল কির্শ, নিজেকে সে আবিষ্কার করল একটা চারকোনা চেম্বারে। উঁচু দেয়ালগুলো থেকে বেরিয়ে আছে চামড়া দিয়ে বাঁধানো বড় বড় বই। সেই সাথে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো বইয়ের তাক। মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে পেটা লোহার রেডিয়েটার। হিস হিস করছে ওগুলো, মনে হচ্ছে যেন পুরো ঘরটাই জীবন্ত! চোখ তুলে দ্বিতীয় তলার পুরোটাকে ঘিরে রাখা হাঁটাপথটাকে দেখল যুবক, সাথে সাথেই বুঝতে পারল-কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

মনসেরাটের বিখ্যাত লাইব্রেরীতে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। এখানে ঢোকার অনুমতি পাবে, তা-ই কখনও ভাবতে পারেনি। পবিত্র এই লাইব্রেরীতে এমন সব বিরল গ্রন্থ আছে, যা এখানকার অধিবাসীরা ছাড়া আর কেউ দেখারও সুযোগ পায় না!

'আপনি গোপনীয়তা প্রার্থনা করেছিলেন,' বললেন বিশপ। 'আমাদের মঠে এর চেয়ে গোপন জায়গা আর নেই। বাইরের খুব কম লোকই এখানে পা রাখতে পেরেছে।'

'এই সম্মানের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

বৃদ্ধ লোকটাকে অনুসরণ করে একটা লম্বা কাঠের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল কির্শ, আগে থেকেই দু'জন ওখানে বসে অপেক্ষা করছেন। বাঁ দিকের লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে বয়সের ভারে ন্যুব্জ, গালে সাদা দাড়ি। ক্লান্তি বাসা বেঁধেছে তার চোখে। পরনে কুঁচকে থাকা কালো স্যুট, সাদা শার্ট আর মাথায় ফেডোরা হ্যাট।

'ইনি র‍্যাবাই ইহুদা কোভেস।' পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশপ। 'ক্যাব্বালিস্টিক সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে অনেক লেখা লিখেছেন। ইহুদীদের মাঝে বেশ বড় মাপের দার্শনিক বলে পরিচিতি আছে তার।'

র‍্যাবাই কোভেসের সাথে ভদ্রভাবে হাত মেলাল কির্শ। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম, স্যার।' বলল সে। 'কাব্বালা নিয়ে লেখা আপনার বই আমি পড়েছি। বলব না যে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু পড়েছি ঠিক।'

ভদ্রভাবে নড করলেন কোভেস, চোখ মুছলেন রুমালে।

'আর ইনি,' এবার অন্য লোকটার দিকে মন দিলেন বিশপ। 'আল্লামা সৈয়দ আল-ফযল।'

সবার শ্রদ্ধার পাত্র এই ইসলামিক স্কলার। উঠে দাঁড়িয়ে চওড়া হাসি হাসলেন তিনি। লম্বায় খাটো, একটু মোটাসোটা। কিন্তু মুখে হাসি যেন লেগেই আছে, অবশ্য চোখের দৃষ্টি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। সাদামাটা একটা জুব্বা পরে আছেন তিনি। 'আহ, মি. কির্শ। মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে করা আপনার ভবিষ্যদ্বাণী আমি পড়েছি। বলছি না যে আমি সেসবের সাথে একমত। তবে পড়েছি ঠিক।'

হাসল কির্শ নিজেও, ভদ্রলোকের সাথে করমর্দন করল।

'আমাদের অতিথি, এডমন্ড কির্শ,' দুই সহকর্মীকে শুনিয়ে পরিচয় পর্ব শেষ করলেন বিশপ। 'আপনারা জানেন, বিখ্যাত এক কম্পিউটার বিজ্ঞানী। গেম থিওরিতে দক্ষ, আবিষ্কারক এবং প্রযুক্তি জগতে তাকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে সম্মান দেয়া হয়। তার ব্যাপারে মোটামুটি জানা ছিল বলে আমাদের তিনজনের সাথে দেখা করতে চাওয়ার আবেদন পেয়ে অবাকই হয়েছিলাম। তাই তিনি এখানে কেন এসেছেন, সে ব্যাখ্যা দেবার ভার মি. কির্শের উপরেই ন্যস্ত করলাম।'

কথা শেষ করে দু'জনের মাঝে বসে পড়লেন বিশপ ভালদেজপিনো। হাত বুকের উপর বেঁধে উৎসুক দৃষ্টিতে কির্শের দিকে তাকালেন। তিন ধর্মীয় নেতাই এখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে, যেন বিচার হচ্ছে বেচারার। বিশপ যে ওর জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করেননি, তা এতক্ষণে বুঝতে পারল যুবক।

ভয় তো পেলই না কির্শ, উল্টো মজা পেল। সামনে বসে থাকা তিন বৃদ্ধকে দেখল মন দিয়ে। পবিত্র ত্রিত্ব এখন আমার সামনে, ভাবল সে। তিন জ্ঞানী বৃদ্ধ।

নিজের ক্ষমতা বোঝাবার জন্য এক মুহূর্ত চুপ করে রইল কির্শ। এরপর জানালার কাছে গিয়ে তাকাল বাইরের সুন্দর দৃশ্যের দিকে। শতাব্দী প্রাচীন উপত্যকায় সুন্দর এক চিত্র এঁকেছে সূর্যের আলো। কোলসেরোলা পর্বতসারির এবড়ো-খেবড়ো শীর্ষগুলো আরও সুন্দর দেখাচ্ছে সেই আলোতে। আরও অনেক দূরে, ব্যালেয়ারিক সমুদ্রের উপরে জমাট বেঁধেছে একদল কালো মেঘ। দিগন্তরেখা ধরে ছুটে আসছে তারা।

যথোপযুক্ত দৃশ্য, ভাবল কির্শ। এই ঘরেও দ্রুতই ঝড় শুরু হতে যাচ্ছে।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' আচমকা তিন বৃদ্ধের দিকে পিঠ দিয়ে বলতে শুরু করল সে। 'বিশপ ভালদেজপিনো নিশ্চয়ই আপনাদের জানিয়েছেন, গোপনীয়তা চাই আমার। শুরু করার আগে আপনাদেরকে আরেকবার জানিয়ে দিতে চাই-যা বলব, তা একেবারে গোপন রাখতে হবে আপনাদের। এক কথায় বলতে হলো বলব, আমি আপনাদের কাছে মৌনতার প্রতিজ্ঞা চাই। আপনারা কি রাজি আছেন?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল তিনজনই। কির্শ অবশ্য জানে, এসবের দরকার নেই কোন। নিজেদের স্বার্থেই তারা এই জ্ঞান লুকিয়ে রাখতে চাইবেন।

'আপনাদের সামনে এসেছি কারণ,' শুরু করল কির্শ। 'এমন এক আবিষ্কার করেছি আমি, যা সবাইকে নাড়া দিয়ে যাবে। অনেক বছর ধরেই এটার পেছনে লেগে ছিলাম। মানব অভিজ্ঞতার দুটো মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি এই আবিষ্কারের মাধ্যমে। সফল হয়েছি বলে আপনাদের কাছে সরাসরি এসেছি। কেননা এতে পৃথিবীর তাবৎ বিশ্বাসীর বিশ্বাসের ভিত একেবারে নড়ে উঠবে। বলতে গেলে...বিস্ফোরণ ঘটবে তাদের বিশ্বাসের জগতে। এই মুহূর্তে, পৃথিবীর বুকে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সেই আবিষ্কারের কথা জানে।'

স্যুটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বড় আকৃতির স্মার্ট ফোন বের করে আনল কির্শ। জিনিসটা নিজের প্রয়োজনের সুবিধার্থে বিশেষভাবে বানিয়েছে ও। উজ্জ্বল রঙা কেস ওটার, তিন জনের সামনে টেলিভিশনের মতো করে বসাল কির্শ। এবার একটা বিশেষভাবে সুরক্ষিত সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করা হবে ফোনটা ব্যবহার করে। দিতে হবে সাতচল্লিশ ডিজিটের পাসওয়ার্ড। তারপর তিন বৃদ্ধকে দেখানো হবে ভিডিও।

'আপনারা যা দেখতে যাচ্ছেন,' বলল কির্শ। 'বিশ্বের সামনে মোটামুটি এটাই সম্প্রচার করব আমি। ইচ্ছে আছে, এক মাসের মধ্যেই। তবে তার আগে চাচ্ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী কয়েকজন ধর্মীয় চিন্তাবিদের সাথে কথা বলতে।

খবরটা ধার্মিকদের উপরেই সর্বাধিক প্রভাব ফেলবে, তাই তাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে চাচ্ছিলাম।'

শব্দ করে শ্বাস ছাড়লেন বিশপ; চিন্তিত কম, বিরক্ত বেশি বলে মনে হলো তাকে। 'শুরুটা বেশ আকর্ষণীয়, মি. কির্শ। এমনভাবে কথা বলছেন যেন, যা দেখাবেন তা বিশ্বের সবগুলো ধর্মের ভিত্তি কাঁপিয়ে দেবে!'

চারপাশে অবস্থিত প্রাচীন গ্রন্থগুলোর দিকে তাকাল কির্শ। ভিত্তি কাঁপাবে না, একেবারে ধসিয়ে দেবে!

সামনে বসে থাকা ধর্মীয় নেতাদের পরখ করার প্রয়াস পেল কির্শ। এরা জানে না, তিন দিনের মাঝেই জনসাধারণের সামনে নিখুঁত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যটা উন্মোচন করতে যাচ্ছে সে। সাথে সাথে বিশ্বের সবাই উপলব্ধি করতে পারবে, বিশ্বের সবগুলো ধর্মের শিক্ষার মাঝে একটা মিল রয়েছে।

প্রত্যেকটাই ভ্রান্ত...

...চরমভাবে ভ্রান্ত!

# এক

প্লাজায় বসে থাকা চল্লিশ-ফুট লম্বা কুকুরটার দিকে মুখ উঁচু করে তাকাল প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন। ওটার পশম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ঘাস আর সুগন্ধি ফুল।

সত্যি বলছি, ভাবল সে। তোমাকে ভালোবাসার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি।

আরও কিছুক্ষণ প্রাণিটার দিকে তাকিয়ে, ঝুলন্ত হাঁটাপথ ধরে এগিয়ে গেল ল্যাংডন। ঘুরে ঘুরে উঠে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে নামছে ও। স্থাপত্যকলার এক অদ্ভুত নিদর্শন এই সিঁড়ি। স্বেচ্ছায় অসমান করে বানানো ধাপগুলোর উদ্দেশ্য হলো অতিথিকে নাড়া দেয়া, যেন সে তার সচরাচর হাঁটার স্বভাব বজায় রাখতে না পারে। প্রায় দুইবার আছাড় খেতে গিয়ে ল্যাংডন ভাবল, নির্মাতার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছে!

সিঁড়ির একদম শেষ ধাপে এসে, থমকে গেল ল্যাংডন। সামনে থাকা বিশাল জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল অপলক।

এ জীবনে বাস্তব-অবাস্তব সব কিছু দেখে ফেললাম।

বিশাল এক ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে। ইস্পাতের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ফোলা একটা দেহ, মাটি থেকে কম করে হলেও ত্রিশ ফুট উপরে হবে। মাকড়সাটার পেটের নিচ থেকে ঝুলছে ডিম ভর্তি থলে। ডিম বলতে কাচের গোলক।

**(মামান-অনুবাদকের সংযুক্তি)**

'ওর নাম মামান,' একটা কণ্ঠ বলে উঠল।

আসমান থেকে জমিনের দিকে নজর নামিয়ে আনল ল্যাংডন। দেখতে পেল, মাকড়সাটার ঠিক নিজেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হালকা-পাতলা এক লোক। তার পরনে কালো শেরওয়ানি, সালভাদর দালির অনুকরণে রাখা গোঁফ চেহারায় একটা হাস্যকর ভাব এনে দিয়েছে।

'আমি ফার্নান্দো,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা। 'আপনাকে স্বাগতম জানিয়ে জাদুঘরে নিয়ে যেতে এসেছি।' নামের ট্যাগ রাখা আছে, এমন একটা টেবিলের সামনে ওকে নিয়ে এল লোকটা। 'আপনার নাম জানতে পারি?'

'অবশ্যই। রবার্ট ল্যাংডন।'

মুখ তুলে চাইল লোকটা। 'আহ, ক্ষমা করবেন! আপনাকে চিনতে পারিনি, স্যার!'

আমাকে আমিই চিনতে পারছি না, ভাবতে ভাবতে এগোল ল্যাংডন। পরনে সাদা বো-টাই, কালো টেইলের স্যুট, সাদা ওয়েস্টকোস্ট। আমাকে নিশ্চয়ই হুইফেনপুফ দলের গায়ক বলে মনে হচ্ছে এখন!

কালো টেইলের স্যুটটার বয়স কম করে হলেও ত্রিশ বছর হবে। প্রিন্সটনের আইভি ক্লাবের সদস্য হবার সময়ে কেনা। তবে প্রতিদিন সাঁতারের অভ্যাসটার কারণে সেই তখনকার পোশাক আজও ভালোভাবেই এঁটে যায় ওর দেহে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ক্লজিটে ঝুলে থাকা ভুল স্যুটের ব্যাগ নিয়ে এসেছে বেচারা, টাক্সিডোটা রয়ে গিয়েছে সেখানেই!

'আমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল সাদা-কালো পোশাক পরতে।' বলল ল্যাংডন। 'আশা করি টেইল পরায় কোন মানা নেই?'

'অবশ্যই না! টেইল তো বলতে গেলে ক্ল্যাসিক জিনিস! আপনাকে মানিয়েছেও দারুণ!' এগিয়ে গিয়ে ল্যাংডনের জ্যাকেটে নামের একটা ট্যাগ লাগিয়ে দিল ফার্নান্দো। 'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে, স্যার।' বলল গোঁফঅলা। 'আগেও এসেছেন নিশ্চয়ই?'

মাকড়সার পায়ের ফাঁক দিয়ে বিশাল দালানটার দিকে নজর দিল ল্যাংডন। 'বলতে লজ্জাই লাগছে, কিন্তু না। আগে কখনও আসিনি।'

'আসেননি!' মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভান ধরল লোকটা। 'আপনি আধুনিক চিত্রকর্মের ভক্ত নন?'

আধুনিক চিত্রকর্ম বোঝার চ্যালেঞ্জটা সবসময়ই উপভোগ করে এসেছে ল্যাংডন-বিশেষ করে কিছু কিছু চিত্রকর্মকে কেন মাস্টারপিস বলে গণ্য করা হয়, সেটা। এই যেমন জ্যাকসন পোলোকের 'ড্রিপ পেইন্টিং'; অ্যান্ডি ওয়ারহোলের 'ক্যাম্পবেল'স

স্যুপ ক্যান' অথবা মার্ক রোথকোর কাজ। তবে হ্যাঁ, ফ্রান্সেসকো ডি গয়ার তুলির আঁচড় নিয়ে কথা বলার চাইতে, হিয়েরোনিমাস বোসের কাজে খুঁজে পাওয়া ধর্মীয় চিহ্ন নিয়ে কথা বলাই বেশি পছন্দ ওর।

'আমাকে ক্ল্যাসিক শিল্পের ভক্ত বলতে পারেন।' প্রত্যুত্তর করল সে। 'ডি কুনিংয়ের চাইতে দ্য ভিঞ্চি আমি বুঝি বেশি।'

'কিন্তু দ্য ভিঞ্চি আর ডি কুনিং তো প্রায় কাছাকাছি!'

ধৈর্যের হাসি দেখা গেল ল্যাংডনের চেহারায়। 'তাহলে তো ডি কুনিংকে নিয়ে আরও বেশি লেখাপড়া করা দরকার।'

'সেজন্য উপযুক্ত জায়গাতেই এসেছেন!' বিশাল দালানটা ইঙ্গিতে দেখাল লোকটা। 'এই জাদুঘরে আপনি আধুনিক চিত্রশিল্পের সেরা নিদর্শনগুলোই দেখতে পাবেন! আশা করি আপনার ভালোই লাগবে।'

'আমার আশা মাত্র একটা,' উত্তর দিল ল্যাংডন। 'কেন এখানে এলাম, সেই প্রশ্নের উত্তরটা জানা।'

'সবাই সেই কথাই বলছে!' আমুদে হাসি হাসল লোকটা, মাথা নাড়ছে এদিক-ওদিক। 'আপনাদের যিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তিনি ছাড়া সেই উত্তর আর কেউ জানে না। এমনকী জাদুঘরের কর্মচারীদেরকেও জানানো হয়নি। অবশ্য রহস্যময়তাই তো আসল মজা! কীসব গুজব যে রটেছে, তা বিশ্বাস করতে পারবেন না! কয়েকশো অভ্যাগত এসেছেন; কিন্তু তাদের কেউই জানেন না-এই আমন্ত্রণের হেতু কী!'

এবার ল্যাংডনের হাসার পালা। খুব মানুষেরই সাহস আছে একেবারে শেষ মুহূর্তে কারও উদ্দেশ্যে এভাবে আমন্ত্রণ পাঠানোর। কার্ডে কেবল কয়েকটা শব্দ লেখা ছিল: শনিবার রাত, থাকবেন, আফসোস করতে হবে না। তারচেয়েও কম মানুষ আছে, যার এমন আমন্ত্রণ পেয়ে শত শত ভি.আই.পি. সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে উত্তর স্পেনের দিকে দৌড়াবে!

মাকড়সার পেটের নিচ দিয়ে এগিয়ে গেল ল্যাংডন। মাথার উপরে ঝুলতে থাকা বিশাল, লাল ব্যানারটা দেখল আরও একবার।

## এডমন্ড কির্শের সাথে
## এক সন্ধ্যা

আত্মবিশ্বাসের অভাব কখনওই ছিল না লোকটার, ভাবল ল্যাংডন।

বছর বিশেক আগের কথা, যুবক এডি কির্শ ছিল ল্যাংডনের প্রথমদিককার ছাত্রদের একজন। কম্পিউটার আর কোড নিয়ে প্রায় উন্মাদ ছেলেটা সেজন্যই যোগ

দিয়েছিল হার্ভার্ডে ল্যাংডনের কোর্সেঃ কোড, সাইফার আর চিহ্নের ভাষা। কির্শের আগ্রহ আর জ্ঞান মুগ্ধ করেছিল ওকে। অবশ্য পরবর্তীতে সঙ্কেত আর চিহ্নের ধুলোময় দুনিয়া ছেড়ে ছেলেটা যোগ দিয়েছিল কম্পিউটারের চকচকে পৃথিবীতে। তবে বেশ ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওদের মাঝে। যেটা কির্শের পাশ করে বেরোবার বিশ বছর পরেও মলিন হয়নি।

আর এখন, গুরুকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে শিষ্য। ল্যাংডন। তা-ও শত-শত মাইল সামনে!

আজকের দুনিয়ায় এডমন্ড কির্শ এক সফল ব্যক্তির নাম। কী করেনি সে? বিলিয়নিয়ার কম্পিউটার বিজ্ঞানী, ভবিষ্যতবাদী, আবিষ্কারক এবং ব্যবসায়ী। এমনসব আধুনিক প্রযুক্তি এসেছে ওর হাত দিয়ে যা রোবোটিক্স, মস্তিষ্ক সংক্রান্ত বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর ন্যানোটেকনোলজির মতো ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে অভাবনীয় উন্নতি। সেই সাথে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে করা ভবিষ্যদ্বাণী, রহস্যময় এক আবহ তৈরি করেছে চল্লিশ বছর বয়সী কির্শকে ঘিরে।

ল্যাংডনের ধারণা, এডমন্ডের এই নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাটা এসেছে চারপাশের দুনিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখার ফলে। সবসময় ছেলেটাকে বইয়ের মাঝে ডুবে থাকতে দেখেছে সে; হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই পড়েছে। বাছ-বিচার করেনি। এমন বই পড়ার আগ্রহ, সেগুলোতে লেখা তথ্য নিজের মাঝে আত্তীকরণ করার ক্ষমতা আর কারও মাঝে দেখেনি ল্যাংডন।

বিগত কয়েক বছর ধরে স্পেনেই বাস করছে কির্শ। তার পেছনে কারণ হিসেবে জানিয়েছে দেশটার প্রাচীন আবহ, প্রায় নিখুঁত স্থাপত্যবিদ্যার ব্যবহার, ঝামেলাহীন মদ্যপানের বার আর অসাধারণ আবহাওয়ার কথা।

বছরে একবার ক্যামব্রিজে ফিরে আসে কির্শ, এম.আই.টি. মিডিয়া ল্যাবে বক্তৃতা দিতে। সেদিন রাতে দেখা যায়, সে ও ল্যাংডন একসাথে খেতে বসেছে। তাও বোস্টনের এমন কোন রেস্তোরাঁয়, যার নাম হয়তো আগে কখনও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটা শোনেইনি! অবশ্য ওদের মাঝে প্রযুক্তি নিয়ে কোন কথা হতো না। কির্শের আগ্রহ ঘুরে-ফিরে শিল্পকলার দিকেই নিয়ে যেত আলাপচারিতা।

'তুমি হচ্ছ সংস্কৃতির সাথে আমার যোগাযোগ, রবার্ট।' বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দু'জনের মাঝে। 'বলতে পারি, আমার ব্যক্তিগত ব্যাচেলর অফ আর্টস!'

'ব্যাচেলর' শব্দটা যে ওর অবিবাহিত অবস্থাকে খোঁচা দেয়ার জন্য, সেটা বুঝতে কখনওই কষ্ট হয়নি ল্যাংডনের। অবশ্য কিছু মনে করে না ও। কেননা এই খোঁচা দেয় এমন এক অকৃতদার, যার কাছে এক নারীর সাথে জীবন কাটানো মানে 'বিবর্তনের মুখে চপেটাঘাত'! বিগত বছরগুলোতে একগাদা সুপারমডেলের সাথে একই ফ্রেমে বন্দি হতে দেখা গিয়েছে তাকে।

কম্পিউটার বিজ্ঞানে কির্শের অর্জন শুনলে যে কেউ মনে করবে, লোকটা বুঝি নাক উঁচু করে থাকা এক আঁতেল, যার বাকি দুনিয়ার দিকে কোন মনোযোগ নেই! অথচ পোশাক-আশাকে সেলেব্রেটিদেরকেও লজ্জা পাইয়ে দেবে। একেবারে সাম্প্রতিক ডিজাইন ছাড়া অন্য কোন পোশাক গায়ে তোলে না ও। আধুনিক চিত্রকর্মের এক বড় মাপের সংগ্রাহক যুবক। প্রায়শই ল্যাংডনকে মেইল পাঠায় সে, জানতে চায়-এই শিল্পকর্ম কেনাটা ঠিক হবে?

তবে করে পরামর্শের ঠিক উল্টোটা, মুচকি হেসে ভাবল ল্যাংডন।

প্রায় এক বছর আগের কথা, ওকে অবাক করে একদিন শিল্পকর্ম বাদ দিয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে জানতে চায় কির্শ। স্ব-ঘোষিত এক নাস্তিকের মুখে ঈশ্বরের নাম শুনে অবাকই হয়েছিল ল্যাংডন। বোস্টনের টাইগার মামা রেস্তোরাঁয় বসে সেদিন খাওয়া-দাওয়া করছিল ওরা। আচমকা বিশ্বের প্রধান সব ধর্মের ব্যাপারে ল্যাংডনের মত জানতে চায় লোকটা, বিশেষ করে সৃষ্টির শুরু নিয়ে নানা ধর্মে প্রচলিত নানান অভিমতের ব্যাপারে।

বর্তমান বিশ্বাসগুলো নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছিল তাকে ল্যাংডন-ইহুদি, খ্রিষ্টান আর ইসলাম ধর্মের প্রায় একই সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে হিন্দুদের ব্রহ্মার গল্প, ব্যাবিলনীয়দের মারডুকের কাহিনি...সব।

'আচ্ছা,' রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরোবার সময় জানতে চেয়েছিল ল্যাংডন। 'একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, অতীত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? তাহলে কি বিশ্ব-বিখ্যাত নাস্তিক অবশেষে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছে?'

আমুদে হাসি হাসল এডমন্ড। 'সেই আশাই করতে থাকো! আমি আসলে প্রতিপক্ষের ব্যাপারে একটা ধারণা নিতে চাচ্ছিলাম, রবার্ট।'

হাসল ল্যাংডন, এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। 'বিজ্ঞান আর ধর্ম কিন্তু প্রতিপক্ষ নয়। একই গল্প বলার চেষ্টায় রত দুটো আলাদা ভাষা বলা চলে। পৃথিবী দুটোকেই ধারণ করার মত বড়!'

সেই আলোচনার পর, প্রায় এক বছর এডমন্ডের সাথে কথা হয়নি কোন। তারপর একেবারে আচমকা...বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো...ফেডএক্সের খামে ভরা একটা বিমানের টিকিট, হোটেলের রিজার্ভেশন এবং এডমন্ডের হাতে লেখা আমন্ত্রণ পায় ল্যাংডন। ঘটনাটা এই তিন দিন আগে হবে। আমন্ত্রণে লেখা ছিল: রবার্ট, তুমি এলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো গতবার তোমার কাছে শোনা কথাগুলো, আজকের এই রাতের জন্য প্রেরণা। নইলে হয়তো এই অনুষ্ঠান সম্ভবই হতো না।

অবাক হয়ে গিয়েছিল ল্যাংডন। সে রাতে এমনকিছুই ও বলেনি, যেটা একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার অনুষ্ঠানের অনুপ্রেরণা হতে পারে।

খামের ভেতরে আরও ছিল দু'জন মানুষের একে-অন্যের মুখোমুখি হয়ে থাকার সাদাকালো ছবি। সেই সাথে ছিল একটা ছোট্ট কবিতাও:

রবার্ট,
যখন হবে দেখা, সামনা-সামনি।
ফাঁকা সেই স্থানের রহস্য, উন্মোচন করব তখনি।

-এডমন্ড

ছবিটা দেখে হেসেছিল ল্যাংডন, কয়েক বছর আগে একটা ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল ও। ছবিটা তারই স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য। কালো দুই চেহারার মাঝের সাদা অংশে ফুটে উঠেছে চ্যালিস, মানে প্রচলিত অর্থে যীশু খ্রিষ্টের ব্যবহৃত শেষ পানপাত্রের অবয়ব।

এখন এই জাদুঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাংডন, প্রাক্তন ছাত্র কী বলবে-তা জানার আর তর সইছে না। টেইল স্যুটের পেছনটা হালকা বাতাসে উড়ছে। নারভিওন নদীর ধার দিয়ে, বাঁধানো হাঁটাপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সে। বাতাসে তামার হালকা গন্ধ।

হাঁটাপথের একটা বাঁক ঘোরার পর, অবশেষে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিশাল জাদুঘরটার দিকে তাকাল ল্যাংডন। একবারে পুরো দালানটাকে দেখা অসম্ভব। তাই অদ্ভুত আকৃতিটার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত নজর ঘোরাতে হলো ওকে।

এই দালান স্থাপত্যবিদ্যার সব নিয়মকে শুধু ভাঙেই না, সরাসরি অগ্রাহ্য করে। এডমন্ডের জন্য এরচেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না,ভাবল ল্যাংডন।

স্পেনের বিলবাওতে অবস্থিত, দ্য গুগেনহাইম জাদুঘর দেখলে মনে হবে, যেন কোন ভিনগ্রহের প্রাণির দুঃস্বপ্ন থেকে তুলে আনা কোন জন্তু! সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইস্পাত দেখে মনে হচ্ছে, ইচ্ছেমত দোমড়ানো-মোচড়ানো হয়েছে ওটাকে। এরপর একটার সাথে আরেকটাকে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে কোন পদ্ধতি অনুসরণ না করেই। যতদূর দেখা যায়, দালানের পুরোটা দেহ ঢেকে দেয়া হয়েছে ত্রিশ হাজারেরও বেশি টাইটেনিয়ামের টাইল দিয়ে। মাছের আঁশের মতো চকচক করতে থাকা দেহটা একই সাথে প্রাকৃতিক এবং ভিনগ্রহের অনুভূতি জন্ম দেয়। মনে হয় যেন ভবিষ্যতের কোন লেভায়াথান পানি থেকে উঠে এসে রোদ পোহাচ্ছে!

১৯৯৭ সালে যখন প্রথম দালানটা উন্মোচিত করা হয়, তখন এটার আর্কিটেক্ট, ফ্রাঙ্ক গ্রেহরির প্রশংসা করে দ্য নিউইয়র্কার বলেছিল, 'টাইটেনিয়ামের আলখাল্লা পরিহিত এক স্পন্দনরত স্বপ্নের জাহাজ বানিয়েছেন তিনি!' দুনিয়া জুড়ে অন্যান্য সমালোচকরাও কম যান না-'আমাদের সময়ের সেরা দালান!' 'প্রাণবন্ত বুদ্ধিমত্তার ছাপ!' 'স্থাপত্য শিল্পের অসাধারণ নিদর্শন!'

জাদুঘরটি চালু হবার পর, আরও অনেকগুলো 'ডিকন্সট্রাকটিভিস্ট' বা প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে ডিজাইন করা দালান গড়ে উঠতে থাকে-লস অ্যাঞ্জেলসের ডিজনি কনসার্ট হল, মিউনিখের বি.এম.ডব্লিউ. ওয়ার্ল্ড, এমনকী ল্যাংডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন লাইব্রেরীও সেই খাতায় নাম লিখিয়েছে। অবশ্য বিলবাওয়ের এই দালান যে পরিমাণ নাড়া দেয় দর্শকদের, তার কানাকড়িও ওগুলো দিতে সক্ষম বলে মনে হয় না।

ল্যাংডনের ফেলা প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে সাথে, টাইলগুলো যেন একটা আরেকটার সাথে মিলে যাচ্ছে। নতুন রূপে নিজেদেরকে ধরা দিচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে, বিশাল দালানটা বুঝি ভাসছে পানিতে!

একটু অপেক্ষা করে দৃশ্যটা মন ভরে দেখে নিল ল্যাংডন। তারপর পানির উপর তৈরি সেতুটার দিকে এগিয়ে গেল। অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে কি করেনি, হিস হিস শব্দে কেঁপে উঠল সে। ওর পায়ের নিচ থেকে আসছে শব্দটা। হাঁটাপথের নিচ থেকে বেরোতে থাকা কুয়াশা দেখে থমকে গেল প্রফেসর, কুয়াশার ঘন চাদর ওকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল জাদুঘরের দিকে। পুরো দালানটার ভিত্তি ঘিরে না ফেলার আগে থামল না।

দ্য ফগ স্কাল্পচার, কুয়াশা-ভাস্কর্য, ভাবল ল্যাংডন।

জাপানিজ শিল্পী, ফুজিকো নাকায়ার এই কাজের ব্যাপারে পড়েছে ও। এই 'স্কাল্পচার' অন্য সবার চাইতে আলাদা। কেননা একে বানানো হয় দৃশ্যমান বাতাস ব্যবহার করে। কুয়াশার একটা দেয়াল তৈরি করা হয়, যা সময়ের সাথে সাথে জন্ম নেয় আবার বিলীন হয়ে যায়। আর যেহেতু একদিনের বাতাসের প্রবাহ ও আবহাওয়ার অবস্থা অন্য দিনের সাথে মেলে না, তাই প্রতিবার নতুন রূপে দেখা দেয় ভাস্কর্যটা।

হিস হিস করা বন্ধ হয়ে গেল সেতুর। কুয়াশার দৃশ্যটা যেমন উচ্চমার্গীয়, তেমনি হতবুদ্ধিকর। এই মনে হচ্ছে, জাদুঘরটা বুঝি পানির উপরে ভাসছে! যেন কোন ওজন নেই ওটার, মেঘের উপরে বসে রয়েছে!

আবার হাঁটা শুরু করতে যাবে, এমন সময় পানির শান্ত তল অশান্ত হয়ে উঠল ছোট ছোট একগাদা বিস্ফোরণে। একদম আচমকা, আগুনের পাঁচটি থাম লেগুন

থেকে বেরিয়ে আকাশ পানে ছুটল। জাদুঘরের টাইটেনিয়ামের টাইলে শুরু হলো আলোর খেলা।

ল্যুভর বা প্রাডোর মতো, গতানুগতিক ধারার স্থাপত্যশিল্পই ল্যাংডনের পছন্দ। কিন্তু কুয়াশা আর আগুনের এই খেলা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারল না। আসলে এই অতি-আধুনিক জাদুঘর ছাড়া অন্য কোথাও ভবিষ্যতবাদী লোকটার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলে মানাত না!

কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে গেল ল্যাংডন। জাদুঘরের প্রবেশ পথটা বিশাল এক কালো গহ্বরের মতো, দেখেই কেমন সরীসৃপ-সরীসৃপ বলে মনে হয়। ভেতরে প্রবেশ করার সময় অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হলো ল্যাংডনের। মনে হলো যেন কোন ড্রাগনের মুখের ভেতর পা রাখছে!

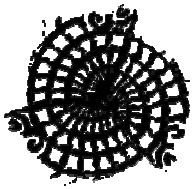

## দুই

নেভির অ্যাডমিরাল, লুইস অ্যাভিলা বসে আছেন এক অপরিচিত শহরের জনশূন্য বারে। লম্বা সফর সেরে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে তার দেহ। বারো ঘণ্টায় হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে বিশেষ এক কাজ সারার জন্য। এই শহরেও উড়ে এসেছেন কিছুক্ষণ হলো। টনিকের দ্বিতীয় গ্লাসটায় চুমুক দিচ্ছেন এখন তিনি, তাকিয়ে আছেন পেছনে সারি বেঁধে সাজিয়ে রাখা রং-বেরঙ্গের বোতলের দিকে।

মরুভূমিতে বসে তো যে কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,ভাবলেন তিনি।কিন্তু মরূদ্যানে ঠোঁট ফাঁক করতে অস্বীকৃতি জানায় কেবল বিশ্বস্তরাই।

বিগত এক বছর যাবত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছেন অ্যাভিলা, প্রলোভনের কাছে নত হননি। আয়নাঅলা বারে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন তিনি। প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আত্মতৃপ্তির বিরল একটা মুহূর্ত উপভোগ করলেন যেন।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের খুব কম সংখ্যক মানুষের জন্যই অবয়বে বয়স্কভাব ফুটে ওঠাটা আশীর্বাদস্বরূপ। অ্যাভিলা সেই অল্প ক'জন মানুষের মধ্যে একজন। বয়সের সাথে সাথে তার থুতনির সাথে লেগে থাকা শক্ত দাড়িটুকু নরম হয়ে চাপদাড়িতে পরিণত হয়েছে। যুবক বয়সের অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চোখে এখন সমাহিত আত্মবিশ্বাস। একদা জলপাই-রঙা টানটান ত্বকে আজ ভাঁজ এসেছে, রঙ পরিবর্তন হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। মনে হয়, সবসময় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা কোন ভদ্রলোক যেন তিনি।

বয়স তেষট্টি হলেও, দেহটা এখনও সুঠাম, ফিটফাট। নিখুঁত উর্দিতে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে পাকানো দেহটা। অ্যাভিলা এখন নেভির পূর্ণাঙ্গ ইউনিফর্ম পরে আছেন। দুই পকেটঅলা সাদা জ্যাকেট, কাঁধে প্রশস্ত ও কালো বোর্ড, একগাদা সার্ভিস মেডেল আর মাড় দেয়া সাদা শার্ট। সেই সাথে সিল্কের সাদা ট্রাউজার।

স্প্যানিশ আর্মাডা হয়তো এখন আর বিশ্বের সেরা নৌ-বাহিনি নয়, কিন্তু অফিসারদের পোশাক কেমন হওয়া উচিৎ-তা আমরা ভুলে যাইনি।

অনেক বছর পর ইউনিফর্মটা পরেছেন অ্যাডমিরাল। পরবেন না-ই বা কেন? আজকে যে বিশেষ এক রাত! এই কিছুক্ষণ আগেই অপরিচিত এই শহরের রাস্তা

ধরে হাঁটছিলেন তিনি। মহিলাদের প্রসংশামাখা দৃষ্টি তো পেয়েছেনই, সেই সাথে পুরুষরাও তার ব্যক্তিত্ব দেখে সরে গিয়েছে পথ ছেড়ে।

*নিয়ম মেনে চলা মানুষকে সবাই সম্মান করে।*

'আরেকটা টনিক দেব?' সুন্দরী বারমেইড জানতে চাইল। মেয়েটার বয়স ত্রিশের ঘরে। সুন্দর করে হাসে, দেহ-সৌষ্ঠবও নজরকাড়ার মতো।

অ্যাভিলা মাথা নাড়লেন। 'নাহ, ধন্যবাদ।'

পাবটা একদম খালি। নিজের উপর বারমেইডের অনুরাগী দৃষ্টি অনুভব করতে পারছেন অ্যাডমিরাল। মেয়েটির আগ্রহের বস্তু হতে পেরে ভালো লাগছে তার। *খাদের অতল থেকে ফিরে এসেছি আমি।*

পাঁচ বছর আগের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটাকে তিনি কখনওই মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারবেন না-সেই একটা মুহূর্তে পৃথিবী যেন দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল, গিলে খেয়েছিল তাকে।

সেভিলের ক্যাথেড্রালে...

...ইস্টারের সকালে...

রঙ্গিন কাঁচের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করছিল সূর্যের আলো। ক্যাথেড্রালের পাথুরে অভ্যন্তরে দেখা যাচ্ছিল নানা রঙের খেলা। যীশুর পুনরুত্থানের অলৌকিক ঘটনা উদযাপনের জন্য জড়ো হয়েছিল হাজারো মানুষ। তাদের আনন্দের সঙ্গী হয়ে বাজছিল পাইপ অর্গান।

কমিউনিওনের রেইলের সামনে ঝুঁকে ছিলেন অ্যাভিলা, কৃতজ্ঞতায় ভরা তার মন। সমুদ্রে সারাজীবন কাটিয়ে দেবার পর, ঈশ্বরের সেরা আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছিল তার জীবন। নিজের একটা পরিবার পেয়েছিলেন তিনি। আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি লেগেই থাকত তার মুখে। মাথা ঘুরিয়ে কমবয়সী স্ত্রী, মারিয়ার দিকে তাকালেন। এখনও সিটেই বসে আছে মেয়েটি, সন্তান-সম্ভবা বলে উঠে আসতেও পারছে না। পাশেই বসে আছে তাদের তিন বছর বয়সী ছেলে, পেপে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে পিতার দিকে তাকিয়ে। অ্যাভিলা চোখ টিপলেন সন্তানকে লক্ষ্য করে, মারিয়ার মুখে স্বামীর জন্য উষ্ণ হাসি।

*আপনাকে ধন্যবাদ, ঈশ্বর।* চ্যালিস গ্রহণ করার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভাবলেন তিনি।

এক মুহূর্ত পরেই, কান-ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দে ভরে উঠল প্রাচীন ক্যাথেড্রালের ভেতরটা।

ক্ষণকালের মধ্যেই আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল তার দুনিয়া।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় কমিউনিওন রেইলে সাথে ধাক্কা খেলেন অ্যাভিলা। মানব দেহ-ভগ্নাংশ এবং উত্তপ্ত জঞ্জালের চাপে থেঁতলে গেল যেন তার দেহ। জ্ঞান ফিরে

পাওয়ার পর বুঝতে পারলেন, ঘন ধোঁয়ার কারণে দম নিতে পারছেন না। কোথায় আছেন, কী হচ্ছে-এসবও বুঝতে পারলেন না প্রথম প্রথম।

তারপর, তালা লেগে যাওয়া কানে ধীরে ধীরে তিনি শুনতে শুরু করলেন ভয়ার্ত চিৎকার। কোনক্রমে দুই পায়ের উপর খাড়া হলেন তিনি, কোথায় রয়েছেন তা মনে পড়ে গিয়েছে। নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন-এসবই দুঃস্বপ্ন! ধোঁয়ার রাজত্ব কায়েম হয়েছে ক্যাথেড্রালের ভেতরে। আর্তনাদরত মানবদেহ পার হয়ে এগিয়ে চললেন তিনি। তার স্ত্রী ও পুত্র যেখানে ছিল, সেখানে যেতেই হবে।

এই তো...এক মিনিট আগেই...এখানে বসে হাত নাড়াচ্ছিল পেপে...হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল মারিয়া...

...এখন কিছুই নেই।

আসন নেই কোন, নেই কোন মানুষ।

কেবল রক্তাক্ত কিছু টুকরা পড়ে রয়েছে পাথুরে মেঝেতে।

বারের দরজা নড়ে ওঠার আওয়াজে ভয়াবহ স্মৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলার হাত থেকে রক্ষা পেলেন অ্যাভিলা। টনিক ভর্তি গ্লাসটা তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিলেন তিনি। শতবারের মতো মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন অন্ধকার অতীতের স্মৃতি।

দু'জন স্থূলকায় লোক প্রবেশ করল বারে। আইরিশ যুদ্ধ-সংগীত গাইছে তারা, পরনে সবুজ ফুটবল জার্সি। অনেক কষ্ট করেও জার্সিগুলো তাদের পেট ঢেকে রাখতে পারছে না। বোঝাই যাচ্ছে, বিকালের ম্যাচটা আইরিশ দলই জিতে নিয়েছে।

এটাকেই ইঙ্গিত বলে ধরে নিলাম, ভেবে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাভিলা। বিল জানতে চাইলেন, তবে বারমেইড চোখ টিপে চলে যাবার ইঙ্গিত করল। মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

'আরেহ!' নবাগতদের একজন চিৎকার করে উঠল। অ্যাভিলার উর্দির দিকে তাকিয়ে রয়েছে দু'জন। 'স্পেনের রাজার পদার্পণ হয়েছে দেখছি!' বলেই হাসিতে ফেটে পড়ল তারা, এগিয়ে এল অ্যাডমিরালের দিকে।

ওদেরকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু দু'জনের মাঝে আকারে বড় লোকটা রুক্ষভাবে চেপে ধরল অ্যাভিলার হাত। টেনে বসিয়ে দিল বারের টুলে। 'আরে, মহামান্য! চলে যাচ্ছেন যে! আমরা এত কষ্ট করে স্পেন পর্যন্ত এলাম! মহান রাজার সাথে এক পাত্র পান না করলে হয়!'

সদ্য ইস্ত্রি করা হাতায় লোকটার রুক্ষ হাতের স্পর্শ পছন্দ হলো না অ্যাভিলার। 'ছাড়ুন,' তবুও ভদ্রতা বজায় রেখে বললেন তিনি। 'আমার তাড়া আছে।'

'নাহ...তোমাকে আমাদের সাথে একটা বিয়ার পান করতেই হবে, অ্যামিগো।' আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল লোকটা। এদিকে তার সঙ্গী নোংরা আঙুল দিয়ে

খোঁচাচ্ছে অ্যাভিলার মেডেলগুলো। 'তুমি তো দেখি মহান এক বীর, দাদু।' একটা মেডেল ধরে টান দিল সে। 'মধ্যযুগীয় গদা বলে মনে হচ্ছে! তুমি তাহলে উজ্জ্বল বর্ম পরিহিত এক স্যার নাইট!'

ধৈর্য, নিজেকে মনে করিয়ে দিলেন অ্যাভিলা। এরকম বোকা, জীবন নিয়ে অতৃপ্ত অনেককেই দেখেছেন তিনি। জীবনে তো এরা কখনও কোন কিছুর কষ্ট করেনি। অন্যের রক্তের বিনিময়ে কেনা স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে এরা সিদ্ধহস্ত!

'আসলে,' নম্র কণ্ঠে উত্তর দিলেন অ্যাভিলা। 'আসলে এই গদাটা স্প্যানিশ নেভির ইউনিদাদ ডি অপারেসিওনেস এস্পেসিয়ালেস-এর প্রতিনিধিত্ব করে।'

'স্পেশাল অপস?' কেঁপে ওঠার ভান করল লোকটা। 'বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল, অ্যাঁ? খারাপ না। আর এই চিহ্নের মানে কী?' অ্যাভিলার ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

নিজের হাতের তালুর দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। নরম মাংসের ঠিক মাঝখানে বসে রয়েছে একটা কালো ট্যাটু-যে চিহ্নের জন্ম সেই চৌদ্দতম শতাব্দীতে।

এই চিহ্ন আমার নিরাপত্তার জন্য, ভাবলেন অ্যাভিলা। যদিও আমার তা দরকার নেই।

'বাদ দাও,' অবশেষে অ্যাভিলার হাত ছেড়ে দিল গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকটা। এবার নজর দিল বারমেইডের দিকে। 'আরে সুন্দরী! দেখিইনি তোমাকে। আচ্ছা, তুমি একশো শতাংশ স্প্যানিশ তো?'

'হ্যাঁ,' আভিজাত্যপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা।

'আইরিশ অংশ আছে মনে হচ্ছে।'

'নাহ, নেই।'

'লাগবে নাকি?' অশ্লীল ইঙ্গিত করল লোকটা। 'দেব?' হাসিতে ফেটে পড়ল যেন সে।

'ওকে বিরক্ত করো না।' শক্ত কণ্ঠে আদেশ দিলেন অ্যাডমিরাল।

সাথে সাথে ঘুরে তাকাল লোকটা।

দ্বিতীয় গুণ্ডা এগিয়ে এসে খোঁচা দিল অ্যাভিলার বুকে। 'আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছ বলে মনে হচ্ছে!'

লম্বা করে শ্বাস নিলেন অ্যাভিলা। এমনিতেই সারাদিনের ভ্রমণে ক্লান্ত। বারের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'ভদ্রমহোদয়গণ, আসন গ্রহণ করুন। আপনাদেরকে বিয়ার খাওয়াই।'

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে অফিসার লোকটা চলে যায়নি, ভাবল বারমেইড। অবশ্য নিজেকে রক্ষা করতে সে ভালোমতোই জানে। কিন্তু দুই রুক্ষ স্বভাবের লোককে যেভাবে এই অফিসার সামলাচ্ছেন, তা ওর পক্ষে সম্ভব হতো না। বার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোক থাকলেই ভালো হয়।

দুটো বিয়ারের অর্ডার দিয়েছেন অফিসার, নিজের জন্য নিয়েছেন আরেকটা টনিক। শান্ত ভঙ্গিতে টুলে এসে বসেছেন তিনি। দুই ফুটবল ফ্যান বসেছে তার দুই পাশে।

'টনিক?' একজন উপহাস করল। 'আমি তো ভেবেছিলাম, আমরা একসাথে পান করছি!'

বারমেইডের দিকে তাকিয়ে হাসলেন অফিসার, গ্লাসের তরলটুকু শেষ করে বললেন, 'আসলে একজনের সাথে দেখা করতে হবে। তবে আপনারা মনভরে পান করুন।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই, দুই গুণ্ডা রুক্ষভাবে লোকটার কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে বসিয়ে দিল। মনে হলো যেন বহুবার প্রাকটিস করে এসেছে। অফিসারের চোখে রাগের একটা ফুলকি দেখা দিয়েই আবার নেই হয়ে গেল।

'দেখ দাদু, তোমার প্রেমিকাকে আমাদের সাথে একা রেখে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে জিহ্বা ব্যবহার করে চরম অশালীন ভঙ্গি করল লোকটা।

লম্বা একটা সময় চুপচাপ বসে রইল অফিসার। তারপর হাত বাড়াল জ্যাকেটের দিকে।

আঁতকে উঠল দুই গুণ্ডা, 'ওই! হাত কই যায়?'

খুব আস্তে, অফিসার পকেট থেকে একটা সেল ফোন বের করে আনলেন। দুই গুণ্ডার দিকে তাকিয়ে স্প্যানিশে বললেন কিছু একটা। হতভম্ব দুই গুণ্ডাকে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুঝলেন, একটা অক্ষরও বুঝতে পারেনি এরা। তাই ইংরেজিতে বললেন, 'আমি দুঃখিত, স্ত্রীকে ফোন করে জানাতে চাচ্ছি যে আজ ফিরতে দেরি হবে।'

'এই এতক্ষণে একটা ভালো কথা বললে তুমি, বন্ধু!' দু'জনের মাঝে আকারে বড় লোকটা বলল। এক চুমুকে গ্লাসের বিয়ার শেষ করে ঠকাস শব্দে সেটাকে আছড়ে রাখল টেবিলে। 'আরেকটা!'

প্রায় সাথে সাথে গ্লাসগুলোকে ভরে দিল বারমেইড, আয়নায় দেখতে পেল-অফিসার লোকটা ফোনের কয়েকটা বোতাম চেপে কানে ধরেছেন যন্ত্রটাকে। দ্রুত গতিতে স্প্যানিশ ভাষায় কিছু বললেন তিনি।

'লে লামো দেসদে এল বার মলি ম্যালোন,' যে বারে বসে আছে, সেটার নাম আর ঠিকানা জানালেন তিনি। তার সামনেই, গ্লাস রাখার কোস্টারে লেখা রয়েছে ওটা। 'কলে পার্টিকুলার ডে এসট্রাউনযা, ওচো।' একটু অপেক্ষা করে যোগ করলেন, 'নেসেসিটামোস আইয়ুদা ইনমেডিয়াতামেনতে। হে, দোস অমব্রেস হেরিদোস।' ফোন রেখে দিলেন তিনি।

দোস অমব্রেস হেরিদোস? শিরার গতি বেড়ে গেল বারমেইডের। দুইজন আহত লোক?

অর্থটা পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই, ঝাপসামতো সাদা একটা কিছু খেলে গেল তার চোখের সামনে। অফিসার ডান দিকে ঘুরে বসেছেন, ঘোরার ফাঁকেই কনুই ছুঁড়ে দিয়েছেন লম্বা লোকটার নাকে। গা শিউরানো শব্দ করে ভেঙে গেল বেচারার নাক, টুল থেকে মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে। দ্বিতীয় জন নড়ে ওঠার আগেই আবারও ঘুরলেন অফিসার। এবার বাঁয়ে...আরেকবারের মতোই, ঘোরার গতিটুকু কাজে লাগিয়ে কনুই পাঠিয়ে দিলেন দ্বিতীয় গুণ্ডার কণ্ঠায়। খাবি খেতে খেতে মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে-ও।

বড় বড় চোখে মেঝেতে পড়ে থাকা দুই লোকের দিকে তাকাল বারমেইড, একজন ব্যথায় চিৎকার করছে। অন্যজন আঁকড়ে ধরে আছে গলা।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন অফিসার। অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় পকেট থেকে একটা একশো ইউরোর নোট বের করে বারের উপর রাখলেন।

'আমি দুঃখিত,' স্প্যানিশেই বললেন তিনি। 'পুলিস অতিসত্বর এসে পড়বে।' এই বলে বিদায় নিলেন তিনি।

বারের বাইরে এসে বুক ভরে রাতের বাতাস টানলেন অ্যাভিলা, আলমেদা ডি ম্যাযাররেডো ধরে এগিয়ে গেলেন নদীর দিকে। পুলিসের সাইরেন ভেসে আসছে দেখে, অন্ধকারে অন্তরীণ হলেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে সামনে, আজ রাতে আর কোন ঝামেলা চাচ্ছেন না।

আজকের মিশনটা সুন্দর করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন দ্য রিজেন্ট।

রিজেন্টের কাছ থেকে আদেশ নেয়ার মাঝে একটা প্রশান্তিময় ব্যাপার আছে। এতে নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয় না, থাকে না কোন দায়িত্ব। শুধু কাজ সারলেই হয়। আদেশ দিতে হয় এমন একটা ক্যারিয়ার শেষ করার পর, অন্যের হাতে জাহাজের হাল ছেড়ে দেয়ার মাঝে একটা অন্যরকম স্বস্তি রয়েছে।

এই যুদ্ধে আমি পদাতিক সৈন্য।

বেশ কয়েকদিন আগের কথা, রিজেন্ট তাকে এমন এক ভয়াবহ গোপন রহস্য জানিয়েছেন যে তার হাতে নিজেকে পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না অ্যাভিলার সামনে। গতরাতের মিশনের নৃশংসতা এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাকে, অথচ তিনি জানেন-তার পাপকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

নিষ্ঠার অনেক রূপ রয়েছে।

আজ রাত শেষ হবার আগেই ঘটবে আরও মৃত্যু।

নদীর পাশে, একটা খোলা প্লাজায় আবির্ভূত হলেন অ্যাভিলা। চোখ তুলে তাকালেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল দালানটার দিকে। ধাতব টাইলে আবৃত এক বিকৃত অস্তিত্ব বলে ওটাকে মনে হচ্ছে তার, যেন দুই হাজার বছরের ঐতিহ্যকে ঘৃণা ভরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে আস্তাকুঁড়ে! আলিঙ্গন করা হয়েছে নৈরাজ্যকে।

কেউ কেউ এটাকে জাদুঘর বলে, আমি বলি পৈশাচিকতা।

নিজেকে সামলে নিয়ে প্লাজা পার হলেন অ্যাভিলা। বিলবাওয়ের গুগেনহাইম জাদুঘরের সামনে অবস্থিত বিকটদর্শন ভাস্কর্য পার হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। দালানটার কাছে আসা মাত্র তার নজর পড়ল অভ্যাগতদের উপরে। সাদা-কালো পোশাক পরে এক হয়েছে তারা।

ঈশ্বরহীনেরা একজোট হয়েছে আজ।

কিন্তু এই রাতটা এদের পরিকল্পনা মোতাবেক যাবে না।

মাথার টুপি আর পরনের জ্যাকেট ঠিকঠাক করে নিলেন তিনি। মনে মনে নিজেকে তৈরি করলেন সামনের কাজটার জন্য। আজকের রাত অনেক বড় একটা মিশনের অংশ-নিষ্ঠার ক্রুসেডের পক্ষে আরেকটা পদক্ষেপ।

প্রাঙ্গণ পার হয়ে জাদুঘরের প্রবেশ পথের দিকে এগোতে এগোতে, পকেটে রাখা জপমালা আলতো করে স্পর্শ করলেন অ্যাভিলা।

## তিন

জাদুঘরের অ্যাট্রিয়ামটাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন কোন ভবিষ্যতের ক্যাথেড্রাল!

ভেতরে পা রাখামাত্র, উপরের দিকে তাকাল ল্যাংডন। কয়েকটা বিশাল বিশাল সাদা পিলার বেয়ে, কাচের পর্দা ধরে, প্রায় দুইশো ফুট উঁচু সিলিঙয়ের দিকে চলে গেল দৃষ্টি-হ্যালোজেনের স্পটলাইটের তীব্র সাদা আলো পড়ছে ওখান থেকে। ভাসমান কিছু ক্যাটওয়াক আর ব্যালকনির জাল সিলিঙকে দেখতে দিচ্ছে না পুরোপুরি। সাদা-কালো পোশাক পরিহিত অভ্যাগতরা ভিড় জমিয়েছে ওগুলোতে। উপরের গ্যালারিগুলোতে ঢুকছে, বেরোচ্ছে আর উঁচু জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লেগুনের দিকে। একদম কাছেই, দেয়াল ধরে উঠা-নামা করছে একটা কাচের এলিভেটর। অভ্যাগতদের উপরে পৌঁছে দিয়ে আবার নিচে নামছে।

এরকম কোন জাদুঘর আগে দেখেনি ল্যাংডন। এখানকার সচরাচর শব্দকেও ওর মনে হচ্ছে যেন অন্য কোন জগত থেকে ধার করে আনা। অন্যান্য সব জাদুঘর চেষ্টা করে আওয়াজকে শুষে নিতে পারে এমন ব্যবস্থা করার, কিন্তু এই জায়গাটা অন্যরকম। পাথর আর কাচে প্রতিফলিত হয়ে যেন আরও গমগম করে উঠছে ভেতরটা। পরিচিত অনুভূতি বলতে কেবল একটাই-জিহ্বায় পাওয়া জীবাণুনাশক-মিশ্রিত বাতাসের স্বাদ। সারা বিশ্বের সব জাদুঘরেই বাতাসের স্বাদ এক-সব জীবাণু আর নিদর্শনের জন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক ফিল্টার করে, সেটাকে ঠিক পঁয়তাল্লিশ শতাংশ আর্দ্রতায় রাখা হয়।

কিছুদূর পরপরই নিরাপত্তা বাহিনির অস্ত্রধারী সদস্য দেখা যাচ্ছে। নিজেকে একটা চেক-ইন টেবিলের সামনে আচমকা আবিষ্কার করল সে। এক যুবতী মেয়ে সবার দিকে হেডসেট বাড়িয়ে দিচ্ছে, 'অডিওগুইয়া?' (অডিও গাইড?)

হাসল ল্যাংডন। 'লাগবে না, ধন্যবাদ।'

তবে ওকে তাকাল মেয়েটা, এবার নিখুঁত টানে ইংরেজিতে বলল, 'আমি দুঃখিত, স্যার। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মেজবান, মি. এডমন্ড কির্শ, সবাইকে হেডসেট পরার জন্য অনুরোধ করেছেন। অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যকীয় অংশ এটি।'

'তাহলে তো নিতেই হয়।'

হাত বাড়াল ল্যাংডন, কিন্তু ওকে অপেক্ষা করতে বলে অভ্যাগতদের তালিকায় নজর বুলাল মেয়েটা। বেশ কিছুক্ষণ পর ল্যাংডনের নামের সাথে মিলিয়ে নম্বরঅলা হেডসেট এগিয়ে দিল। 'আজকের এই ট্যুর প্রত্যেক অভ্যাগতের জন্য বিশেষভাবে...আলাদা আলাদা করে সাজানো হয়েছে।'

তাই নাকি? চারপাশে তাকাল ল্যাংডন। শত শত অতিথি, তারপরও?

হেডসেটের দিকে তাকাল ল্যাংডন। একটা সরু ধাতব তার বলে মনে হচ্ছে ওটাকে, দুই পাশে ছোট ছোট দুটো প্যাড লাগানো। ওর চেহারার হতভম্ব ভাবটা লক্ষ্য করে এগিয়ে এল যুবতী। 'একেবারে আধুনিক হেডসেট এগুলো,' ল্যাংডনকে পরতে সহায়তা করল সে। 'এই যে ট্রান্সডিউসার প্যাড দেখছেন, এগুলো আপনার কানের ভেতরে যাবে না। বরঞ্চ চেহারার উপরে থাকবে।' এমনভাবে ওগুলোকে বসাল মেয়েটা, যেন ল্যাংডনের কপালের আর চোয়ালের হাড়ের মাঝখানে থাকে।

'কিন্তু-'

'বোন কনডাকশন টেকনোলজি। হাড়কে ব্যবহার করে শব্দ পরিবহন করা হয় এর মাধ্যমে। সরাসরি আপনার চোয়ালের হাড়ে কম্পন পৌঁছে দেয় এই যন্ত্র। ফলে একেবারে ককলিয়ায় গিয়ে পৌঁছায় শব্দ। আমি একটু আগে ব্যবহার করে দেখেছি-দারুণ! মনে হয় যেন সরাসরি মাথার ভেতর বসে কথা বলছে কেউ! তারচেয়ে বড় কথা, এতে আপনার কানও ফাঁকা থাকে। চাইলেই অন্যদের সাথে কথা বলতে ও অন্যদের কথা শুনতে পারেন।'

'খুব ভালো।'

'এক দশকেরও বেশি আগে এই প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন মি. কির্শ। এখন অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই সেটা ব্যবহার করছে।'

লুডভিগ ভন বেটোফেন তার লাভের ভাগ পেয়েছেন তো? ভাবল ল্যাংডন। ও জানে, সরাসরি চোয়ালের হাড় ব্যবহার করে শব্দ পৌঁছে দেবার এই প্রযুক্তি সর্বপ্রথম সেই আঠারো শতকে বিখ্যাত সুরকার আবিষ্কার করেছিলেন। বধির হয়ে যাবার পর তিনি টের পান-পিয়ানো বাজাবার সময় ওটার সাথে একটা ধাতব রড লাগিয়ে রডটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেই, পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায় বাজনা।

'আশা করি আমাদের এই ট্যুর আপনার ভালো লাগবে।' বলল মেয়েটি। 'প্রেজেন্টেশন শুরু হবার আগে আপনার হাতে এক ঘণ্টা সময় আছে। চাইলে ঘুরে দেখতে পারেন জাদুঘর। অডিটোরিয়ামে যাবার সময় হলে, অডিও গাইড আপনাকে তা জানিয়ে দেবে।'

'ধন্যবাদ। আমার কোন বোতাম-টোতাম চাপতে হবে নাকি?'

'নাহ, যন্ত্রটা স্বয়ংক্রিয়। আপনি হাঁটা শুরু করলেই শুরু হয়ে যাবে ট্যুর।'

'ওহ, খুব ভালো।' হেসে বলল ল্যাংডন। অ্যাট্রিয়াম ধরে হাঁটতে শুরু করল ও, একদল অতিথি এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সবার চেহারাতেই একটা করে হেডসেট লাগানো।

অর্ধেক পথ এগিয়েছে কি এগোয়নি, এমন সময় একটা পুরুষ কণ্ঠ কথা বলে উঠল ওর কানে। 'শুভ সন্ধ্যা, বিলবাওয়ের গুগেনহাইম জাদুঘরে আপনাকে স্বাগতম।'

ল্যাংডন জানে, হেডসেটে কথা বলে উঠেছে কেউ, কিন্তু তবুও থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। মেয়েটা একদম নিখুঁত ব্যাখ্যা দিয়েছিল এই অনুভূতির, আসলেই ল্যাংডনের মনে হলো-সরাসরি ওর মাথার ভেতরে ঢুকে কথা বলছে কেউ!

'আপনাকে অন্তর থেকে স্বাগত জানাই, প্রফেসর ল্যাংডন।' বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠটা, কিছুটা বিট্রিশ টান আছে। 'আমার নাম উইন্সটন, আপনার গাইড হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।'

এই কণ্ঠ রেকর্ডের জন্য কাকে এনেছিল কির্শ-হিউ গ্রান্ট?

'আজ রাতে,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে চলল অডিও গাইড। 'যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন, একেবারে মুক্ত আপনি। আমার চেষ্টার সর্বোচ্চটা দিয়ে যা দেখছেন, সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।'

বোঝা গেল যে উৎফুল্ল কণ্ঠ, প্রতি অতিথির জন্য আলাদা করে রেকর্ড করা সম্ভাষণ এবং বোন কনডাকশন প্রযুক্তির পাশাপাশি, প্রতিটা হেডসেটে একটা করে জিপিএস-ও লাগানো আছে। কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট অভ্যাগত ঠিক কোথায় আছে, সেটা বুঝে ধারাভাষ্য চালু করার জন্য।

'অবশ্য বুঝতে পারছি, স্যার।' যোগ করল কণ্ঠটা। 'আপনি নিজেই যেহেতু শিল্পকলার একজন প্রফেসর, তাই আমার সাহায্যের খুব একটা দরকার হবে না। তারচেয়ে বড় কথা, হয়তো আপনি কোন কোন বিষয়ে আমার সাথে একমতই হবেন না!' অদ্ভুত শব্দ করে হাসল কণ্ঠটা।

এর স্ক্রিপ্ট কে লিখেছে! অবাক হয়ে গেল ল্যাংডন। প্রত্যেক অতিথির জন্য আলাদা আলাদা করে সম্ভাষণ রেকর্ড করাটাই অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু শতাধিক হেডসেটের প্রতিটার পেছনে এভাবে সময় দেয়াটা একেবারে অভাবনীয়!

তবে কপাল ভালো, আপাতত চুপ হয়ে গিয়েছে কণ্ঠটা। অ্যাট্রিয়ামের ভেতরে তাকিয়ে উপস্থিত জনসাধারণের মাথার উপর আরেকটা বৃহদাকার লাল ব্যানার দেখতে পেল ল্যাংডন।

এডমন্ড কির্শ
আজ রাতে, আমরা কি এগিয়ে যাব সামনে?

এমন কী আবিষ্কার করেছে লোকটা?

এলিভেটরের দিকে নজর ফেরাল ল্যাংডন। বেশ কয়েকজন অতিথি ভিড় করেছেন সেখানে, তাদের মাঝে রয়েছে দু'জন বিখ্যাত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ইন্টারনেট কোম্পানির মালিকও। আছেন একজন নামকরা ভারতীয় অভিনেতা, বেশ কয়েকজন সুবেশী ভদ্রলোক। এদের সবাইকে চেনা উচিৎ ল্যাংডনের, যদিও চেনে না। সোশ্যাল মিডিয়া ও বলিউডের তাজা খবর নিয়ে আলোচনা করার না সামর্থ্য আছে ওর, আর না আছে ইচ্ছা। তাই অন্যদিকে চলে গেল সে, দূরের দেয়ালের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা মডার্ন আর্টের একটা বড় নিদর্শনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নকল একটা প্রায়ান্ধকার গুহার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে নিদর্শনটা। নয়টা সরু কনভেয়ার বেল্ট মেঝে থেকে উঠে এসেছে উপরের দিকে। শেষ হয়েছে উপরের সিলিঙে। দেখে মনে হয়, নয়টা চলন্ত হাঁটাপথ, তবে উলম্ব হয়ে আছে। প্রতিটা বেল্টে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে একটা বার্তা, সেটাও উলম্বভাবেই।

আমি প্রার্থনা করি উচ্চ স্বরে...তোমার গন্ধ পাই আমার ত্বকে...তোমার নাম ধরে ডাকি।

আরও কাছে আসার পর ল্যাংডন দেখতে পেল, যেটাকে উলম্বভাবে যেতে থাকা বেল্ট বলে মনে করেছিল, সেটা আসলে স্থির! চলতে থাকার ভ্রমটা সৃষ্টি হয়েছে প্রতিটাবেল্টে স্থাপন করা ছোট ছোট এল.ই.ডি. লাইটের সাহায্য। এত দ্রুত জ্বলছে-নিভছে ওগুলো যে মনে হচ্ছে বুঝি চলমান!

কাঁদছি আমি রক্তকান্না...রক্ত চারিদিকে...অথচ সে কথা, বলেনি কেউ আমাকে।

উলম্ব লেখাগুলোর চারপাশে হাঁটল ল্যাংডন, সব কিছু দেখে নিতে চাচ্ছে।

'এই শিল্পকর্মটা বেশ কঠিন ছিল।' আচমকা বলে উঠল অডিও গাইড। 'এর নাম, ইন্সটলেশন ফর বিলবাও, বিমূর্ত শিল্পী জেনি হোলযারের বানানো। মোট নয়টা এল.ই.ডি. সাইনবোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে এতে, প্রতিটা চল্লিশ ফুট লম্বা। বাস্ক, স্প্যানিশ আর ইংরেজি ভাষায় বার্তা দেখিয়ে চলছে। সবগুলোই এইডসের ভয়াবহতা ও আক্রান্তের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া স্বজনদের আহাজারি ঘোষণা করছে।'

মানতেই হলো ল্যাংডনের, সবমিলিয়ে শিল্পকর্মটি যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনি হৃদয় ভেঙে দেয়!

'আগে কখনও জেনি হোলযারের কাজ দেখেছেন?'

উপরের দিকে উঠতে থাকা লেখাগুলো যেন ল্যাংডনকে জাদু করেছে।

নিজের মাথা কবর দিয়েছি আমি...কবর দিয়েছি তোমার মাথা...কবর দিয়েছি খোদ তোমাকেই।

'মি.ল্যাংডন?' আবার বলে উঠল কণ্ঠটা। 'আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আপনার হেডসেট ঠিক আছে?'

সম্বিত ফিরল যেন ল্যাংডনের। 'আমি দুঃখিত-কী বললে? হ্যালো?'

'হ্যাঁ, হ্যালো।' বিট্রিশ টানে উত্তর এল। 'আমরা তো এরিমাঝে পরিচয়-পর্ব সেরে ফেলেছি, তাই না? দেখছিলাম, আমার কথা আপনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা?'

'আ-আমি দুঃখিত।' তোতলাতে তোতলাতে বলল ল্যাংডন। নিদর্শনটার উপর থেকে নজর সরিয়ে তাকাল চারপাশে। 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি আসলে কোন রেকর্ডিং! রক্ত-মাংসের কোন মানুষ যে আমার সাথে কথা বলছে, তা বুঝিনি!' কল্পনার চোখে শতশত কিউরেটরকে জাদুঘরের ক্যাটালগ হাতে নিয়ে বসে থাকতে দেখল ল্যাংডন, সবার মাথাতেই হেডসেট।

'কোন অসুবিধা নেই, স্যার। আজকের জন্য আমি আপনার ব্যক্তিগত গাইড। আপনার হেডসেটে একটা মাইক্রোফোনও আছে। এমনভাবে সাজানো হয়েছে আজকের এই ট্যুর যেন আপনি আর আমি শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।'

ল্যাংডন টের পেল, অন্যান্য অতিথিরাও যার যার হেডসেটে কথা বলছে। এমনকী যেসব জোড়া এসেছে, তারাও একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে কিছুটা। যার যার ব্যক্তিগত ডোসেন্টের সাথে আলাপচারিতা করছে তারা। (ডোচ ভাষায় ডোসেন্ট অর্থ শিক্ষক)

'উপস্থিত সবার জন্য ব্যক্তিগত গাইড আছে?'

'জি, স্যার। আজকে আমাদের অভ্যাগতের সংখ্যা তিনশো আঠারো জন।'

'অসাধারণ!'

'আপনি তো জানেনই, স্যার। এডমন্ড কির্শ শিল্পকলা আর প্রযুক্তির একনিষ্ঠ ভক্ত। এই বিশেষ সিস্টেমটি কেবল জাদুঘরের কথা মাথায় রেখেই ডিজাইন করা। তার আশা, গ্রুপ বেঁধে ট্যুর দেয়াটা এতে থামানো যাবে। ব্যাপারটা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। এই পদ্ধতিতে, প্রত্যেক দর্শনার্থী আলাদা আলাদা ট্যুর উপভোগ করতে পারবেন; নিজের সুবিধামতো এদিক-সেদিক যেতে পারবেন; দলবদ্ধ হয়ে থাকলে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পেতেন, সেগুলোও করতে পারবেন। সত্যিকার অর্থেই এই পদ্ধতি অনেক বেশি আন্তরিক ও শিক্ষণীয়।'

'হয়তো পুরাতন ধ্যান-ধারণার লোক বলে মনে হতে পারে আমাকে, কিন্তু প্রতিটা মানুষের সাথে সঙ্গী হিসেবে গাইড থাকলে কী অসুবিধা?'

'বাস্তবতা,' উত্তর দিল লোকটা। 'প্রত্যেক দর্শনার্থীর সাথে একজন করে ডোসেন্ট থাকলে, মোট মানুষের সংখ্যা হয়ে যাবে দ্বিগুণ। দর্শনার্থীর সংখ্যা তাই কাজে-

কলমে অর্ধেকে নামাতে হবে। তারচেয়ে বড় কথা, সব ডোসেন্ট একসাথে বক্তৃতা দেয়া শুরু করলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হবে, তাতে ব্যহত হবে পুরো উদ্দেশ্যই। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, এই ট্যুরটাকে যথাসম্ভব ঝামেলাহীন করা। শিল্পের একটা উদ্দেশ্য হলো, মি. কির্শ প্রায়শই কথাটা বলে থাকেন, আলাপচারিতার সৃষ্টি করা।'

'আমি পুরোপুরিভাবে একমত।' ল্যাংডনের মন্তব্য। 'এজন্যই মানুষ বন্ধু বা জোড়াকে নিয়ে জাদুঘরে আসে। যাই হোক, এই হেডসেটের ব্যবহারকে কিন্তু লোকজন অসামাজিক আচরণ বলে ধরে নিতে পারে।'

'হুম,' উত্তর দিল ব্রিটিশ লোকটা। 'যদি আপনি কোন বন্ধু বা একদল বন্ধুকে নিয়েও আসেন, তাহলে সবাইকে একজন ডোসেন্ট ট্যুর দিতে পারে। সফটওয়্যারটা আসলেই দারুণ।'

'সব প্রশ্নের জবাবই দেখি তোমার কাছেআছে।'

'সেটাই তো আমার কাজ।' গাইড লোকটা লজ্জিত হাসি হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। 'এখন, প্রফেসর। অ্যাট্রিয়ামের জানালার কাছে যান, এই জাদুঘরের সবচেয়ে বড় শিল্পকর্মটা দেখতে পাবেন।'

যেতে যেতে এক সুদর্শন জোড়াকে দেখতে পেল ল্যাংডন। দুইজনের বয়স ত্রিশের ঘরে হবে, মাথায় মিল রেখে সাদা বেসবল ক্যাপ পরে আছে। দুই ক্যাপেরই সামনে যেখানে কোম্পানির লোগো থাকার কথা, সেখানে একটা করে অবাক করে দেবার মতো চিহ্ন।

এই চিহ্নটাকে ভালোকরেই চেনে ল্যাংডন, তবে কখনও কোন ক্যাপে দেখেনি। বিগত কয়েক বছরে স্টাইল করে লেখা A অক্ষরটা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে সংখ্যায় বেড়ে চলা দলের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চকণ্ঠে নিজেদেরকে এরা পরিচয় দেয় এথিস্ট বা নাস্তিক বলে। আজকাল তারা আরও বলিষ্ঠ হয়েছে, ধর্মের ঋণাত্মক প্রভাব নিয়ে প্রায়শই কথা বলছে।

*আর এখন নিজেদের বেসবল ক্যাপও বানিয়ে নিয়েছে?*

চারপাশে থাকা প্রযুক্তি-প্রেমী জিনিয়াসদের দিকে তাকাল ল্যাংডন। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, এই যুবক শ্রেণির অনেকেই ধর্মে বিশ্বাসী নয়-ঠিক এডমন্ড কির্শের

মতোই। আজকের অভ্যাগতদের কোনভাবেই একজন ধর্মীয় শিল্পকলা বিশারদের জন্য 'ঘরের লোক' বলা যায় না!

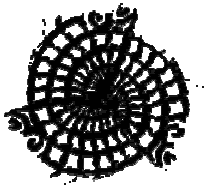

## চার

**কন্সপাইরেসিনেট.কম**

**তাজা খবর**

আপডেটঃ কন্সপাইরেসিনেটের ‘আজকের সেরা দশ মিডিয়া খবর’ দেখতে চাইলে ক্লিক করুন এখানে। সেই সাথে আপনাদের জন্য আমরা এনেছি আরেকটা তাজা খবর।

### এডমন্ড কির্শের বিস্ময়কর ঘোষণা?

বিলবাও, স্পেনে গিয়ে ভিড় জমিয়েছেন বিশ্বের বড় বড় সব প্রযুক্তিবিদ। ভবিষ্যতবাদী এডমন্ড কির্শের আমন্ত্রণে এক বিশেষ অনুষ্ঠান তারা যোগ দিয়েছেন গুগেনহাইম জাদুঘরে। কড়া নিরাপত্তার মাঝ দিয়ে হতে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠান, অভ্যাগতদের এখনও এর উদ্দেশ্য জানানো হয়নি। তবে কন্সপাইরেসিনেট অজ্ঞাত সূত্র মতে জানতে পেরেছে, এডমন্ড কির্শ অতিসত্বর অভ্যাগতদের সামনে বক্তব্য রাখতে যাচ্ছেন। বিশেষ এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা জানিয়ে বিশ্বকে চমকে দেবেন তিনি। কন্সপাইরেসিনেট এই খবরের দিকে বিশেষ নজর রাখবে, নতুন কোন আপডেট পাওয়া মাত্রই জানানো হবে আমাদের পাঠকদের।

## পাঁচ

বুদাপেস্টের ডোহানি স্ট্রিটে অবস্থিত সিনাগগটাই ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মুরিশ স্টাইলে বানানো দালানটায় রয়েছে বৃহদাকার দুটো গোলাকার চূড়া। ভেতরে একই সময়ে তিন হাজার উপাসকের বসার ব্যবস্থা আছে। নিচের আসনগুলো ছেলেদের জন্য, আর ব্যালকনিরগুলো মেয়েদের।

বাইরে, বাগানে অবস্থিত বিশাল এক গণ-কবরস্থান। হাঙ্গেরিকে যখন নাৎসিরা দখল করে নিল, তখনকার শত শত হাঙ্গেরিয় ইহুদিকে গণকবর দেয়া হয়েছে ওখানে। জায়গাটাকে চিরস্মরণীয় করে রাখা হয়েছে একটা জীবন-বৃক্ষ দিয়ে। ওটা আসলে ধাতব একটা ভাস্কর্য, একটা উইপিং উইলোর আদলে নির্মিত। ধাতব গাছটার প্রতিটা পাতায় লিখে রাখা হয়েছে একজন করে মৃতের নাম। বাতাস যখন বয়, তখন একটা পাতা আরেকটা পাতার সাথে ঘষা খায়। জন্ম নেয় মন খারাপ করিয়ে দেয়া এক সুরের।

তিন দশকেরও বেশি সময় হলো, বিশাল এই সিনাগগের প্রধান হচ্ছেন তালমুদের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ এবং ক্যাব্বালিস্ট-র‍্যাবাই ইহুদা কোভেস। বয়স অনেক হলেও, ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই হাঙ্গেরি এবং বিশ্বের ইহুদি সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য তিনি।

দানিয়ুবের জলের ভেতরে লুকিয়েছে সূর্য। র‍্যাবাই কোভেস সিনাগগ থেকে বের হলেন। তিনি থাকেন মার্সিয়াস ১৫ স্কয়ারে, জায়গাটা থেকে পাথর ছুঁড়লে বোধ হয় এলিযাবেথ ব্রিজে গিয়ে পড়বে। দুই প্রাচীন শহর, বুদা এবং পেস্টের মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে ব্রিজটা। সেই ১৮৭৩ সালে দুই শহর পরিণত হয় একটায়। বাড়ি যাবার পথে পড়ে নানা বুটিক আর ডোহানি স্ট্রিটের রহস্যময় 'রুইন বার'।

পাসওভার হলিডে, র‍্যাবাই কোভেসের সবচেয়ে পছন্দের ছুটির দিনগুলো সামনেই আসছে। অথচ ধর্মীয় সম্মেলন সেরে ফেরার পর থেকেই তার মনে ভর করে রয়েছে বিশৃঙ্খলা।

না গেলেই ভালো হতো।

গত তিন দিন ধরে তার মনে কেবল বিশপ ভালদেজপিনো, আল্লামা সৈয়দ আল-ফযল আর ওই ভবিষ্যতবাদী, এডমন্ড কির্শের সাথে হওয়া আলোচনা খেলে যাচ্ছে।

বাড়িতে ফিরে সরাসরি তার বাগানে চলে গেলেন র‍্যাবাই, খুলে ফেললেন হাযিকোর দরজা। বাগানের একটা ছোট কুটির এই হাযিকো, তার ব্যক্তিগত স্টাডি ও প্রার্থনাস্থল হিসেবে ব্যবহার করেন জায়গাটাকে।

কুটিরে ঘর মাত্র একটাই, উঁচু উঁচু বইয়ের তাকগুলো ভারী ধর্মীয় গ্রন্থের ভারে ন্যুব্জ। সরাসরি নিজের ডেস্কে গিয়ে বসে পড়লেন তিনি, চোখের সামনে যে অগোছালো কাগজ-পত্র পড়ে আছে সেগুলোর দিকে তাকালেন।

আমার এই অবস্থা যে কেউ দেখলে বলবে, পাগল হয়ে গিয়েছি!

ডেস্কের উপরে প্রায় আধ-ডজন ধর্মীয় গ্রন্থ খোলা পড়ে রয়েছে। প্রতিটা ভর্তি ছোট ছোট বাড়তি কাগজে। তাদের পেছনে, একটা কাঠের স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে হিব্রু, অ্যারামিক আর ইংরেজি ভাষায় লেখা তাওরাতের তিনটা ভারী বই। প্রতিটাতেই একই অধ্যায় খোলা।

জেনেসিস।

সব কিছুর শুরুতে...

অবশ্য জেনেসিস পুরোটা মুখস্থ কোভেসের, তিনটি ভাষাতেই। সম্ভবত তিনি জোহার বা ক্যাব্বালিস্টিক সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে লেখা বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়ছিলেন। কোভেসের মতো একজন বিশেষজ্ঞের জেনেসিস পড়া ও আইনস্টাইনের নতুন করে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শেখা একই কথা। তবে এই সপ্তাহটা প্রকৃতপক্ষে সে কাজ করেই কাটিয়ে দিয়েছেন র‍্যাবাই। সামনে থাকা নোটপ্যাডটা আঁকিবুঁকিতে ভর্তি। এমনভাবে লেখা যে সম্ভবত ফাদার কোভেস নিজেও এখন আর পুরোটা পড়তে পারবেন না।

মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে গিয়েছি।

তাওরাত দিয়ে শুরু করেছিলেন র‍্যাবাই কোভেস। ইহুদি আর খ্রিষ্টান, উভয় ধর্মই এই সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী। একেবারে শুরুতে ঈশ্বর তৈরি করলেন আসমান ও জমিন। এরপর তিনি মন দিয়েছিলেন তালমুদের বাণীর র‍্যাবাই কর্তৃক ব্যাখ্যামূলক লেখা মা'আসেহ বেরোসিত বা সৃষ্টির ব্যাখ্যায়। এরপর ডুব দিয়েছেন মিদরাস-এ, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টিতত্ত্বের অসামঞ্জস্যের ব্যাপারে কী বলেছেন-তা পড়েছেন। একদম শেষে ধরেছেন রহস্যময় ক্যাব্বালিস্টিক বিজ্ঞান, জোহারকে। এই তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন দশটা আলাদা আলাদা সেপিরোত, বা মাত্রা হিসেবে। মাত্রাগুলো 'জীয়ন-বৃক্ষ' নামের একটা চ্যানেল বরাবর সজ্জিত। সেখান থেকে আবার জন্ম নিয়েছে চারটা আলাদা মহাবিশ্ব।

ইহুদি বিশ্বের এই রহস্যময় জটিলতা সর্বদা শান্তি বয়ে এনেছে র‍্যাবাইয়ের মনে। তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে-মানুষকে সবকিছু বোঝার ক্ষমতা দিয়ে বানাননি ঈশ্বর। কিন্তু এখন, এডমন্ড কির্শের প্রেজেন্টেশন দেখার এবং লোকটার আবিষ্কারের

সরলতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে চিন্তা করার পর, কোভেসের মনে হচ্ছে-বিগত তিন দিন সুপ্রাচীন সব অসামঞ্জস্যতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে তো ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন সব পুরনো বই, মাথা ঠান্ডা করতে দানিয়ুবের তীরে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটেছিলেন।

অবশেষে কষ্টদায়ক সত্যিটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন র‍্যাবাই কোভেস: কির্শের কাজ বিশ্বের সব বিশ্বাসী মানুষকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়িয়ে দেবে। বিজ্ঞানী লোকটার আবিষ্কার, প্রতিষ্ঠিত প্রায় সবগুলো ধর্মীয় বিশ্বাস বিরোধী। খুব সাধারণ, অথচ প্রভাবশালী সেই আবিষ্কার।

শেষ ছবিটা আমি ভুলতে পারছি না। কির্শের বিশালাকার ফোনে দেখা দৃশ্যগুলো মনে করলেন তিনি। শুধু বিশ্বাসীদেরকেই নয়, বিশ্বের প্রতিটা মানুষকে নাড়া দেবে আবিষ্কারটা।

গত কয়েকদিন ধরে চিন্তা করেও, কির্শের দেয়া তথ্য নিয়ে কী করবেন-তা বুঝে উঠতে পারেননি র‍্যাবাই।

ভালদেজপিনো বা আল-ফযলও তা পেরেছেন বলে মনে হয় না। ফোনে যোগাযোগ হয়েছে তিন জনের মাঝে, মাত্র দু'দিন আগেই। কিন্তু ফল হয়নি কোন।

'বন্ধুরা,' শুরু করেছিলেন ভালদেজপিনো। 'মি. কির্শের প্রেজেন্টেশন যে আমাদের মাঝে দুশ্চিন্তার উদ্রেক করেছে তা বলাই বাহুল্য। তাকে অনুরোধ করেছিলাম, যেন ফোন করে কথা বলেন একবার। কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। আমার মনে হয়, এখন একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়েছে।'

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।' বলেছিলেন আল-ফযল। 'চুপচাপ বসে থাকব না। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিতে হবে। কির্শ লোকটা যে ধর্ম-বিরোধী, তা সবাই জানে। তিনি এমনভাবে ব্যাপারটাকে উপস্থাপন করবেন যেন ধর্ম বিশ্বাসের মুলে কুঠারাঘাত করা যায়। তাই আমাদেরকেই আগে পদক্ষেপ নিতে হবে। তার আবিষ্কারটাকে আমাদেরই লোকসম্মুখে প্রচার করতে হবে, তা-ও এখুনি। তাহলে আমরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের উপর আঘাত হানলেও যেন তার তীব্রতা কম হয়, সেটা নিশ্চিত করা যাবে।'

'আমরা সবাইকে জানাবার ব্যাপারে আলোচনা করছি বলে মনে হচ্ছে।' বলেছিলেন ভালদেজপিনো। 'কিন্তু এই তথ্যটাকে কীভাবে সাজালে তা বিশ্বাসের মনে হালকা ভাবে আঘাত হানবে, তা আমি বুঝতে পারছি না।' দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তার বুক থেকে। 'তাছাড়া, মি. কির্শের কাছে করা প্রতিজ্ঞাটার কথাও মনে রাখতে হবে!'

'তা সত্যি,' বলেছিলেন আল-ফযল। 'আমি নিজেও সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙার ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি। কিন্তু আমার মনে হয়, মন্দের ভালোকে আমাদের

বেছে নিতে হবে। আমরা সবাই আক্রমণের মুখে আছি-মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু-কেউ বাকি নেই। আমাদের সবার বিশ্বাসের ভিত্তির জন্য হুমকি মি. কির্শের এই আবিষ্কার। আর তাই, আমাদের নিজ নিজ সমাজকে খুব একটা নাড়া দিতে পারবে না, এমনভাবে একে উপস্থাপন করাটা আমাদেরই নৈতিক দায়িত্ব।'

'আমার মনে হয়, সেটা একেবারেই সম্ভব হবে না।' ভালদেজপিনোর জবাব। 'আমরা জনসম্মুখে কির্শের আবিষ্কার প্রকাশ করার কথা যদি ভাবিই, তাহলে তার আবিষ্কারকে সন্দেহযুক্ত করে তুলতে হবে আমাদের। যেন তিনি নিজের কথা ছড়িয়ে দেবার আগেই সবাই তার উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।'

'এডমন্ড কির্শের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে?' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন যেন আল-ফযল। 'যার কিনা জীবনে কোন কিছুর ব্যাপারে ভুল হয়নি? আমরা কি কির্শের সাথে একই মিটিঙে ছিলাম? ওর প্রেজেন্টেশন যে কাউকে ভাবিয়ে তুলবে।'

ঘোঁত করে উঠেছিলেন ভালদেজপিনো। 'গ্যালিলিও, ব্রুনো বা কোপার্নিকাস যেভাবে বলেছিলেন, তারচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলবে না নিশ্চয়ই? এর আগেও এধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছে ধর্ম। বিজ্ঞান আরও একবার আমাদের দরজায় করাঘাত করছে-ব্যাপারটাকে এরচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে আমি রাজি নই।'

'কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে আঘাত হানবে এই আবিষ্কার।' আল-ফযলের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। 'কির্শ একেবারে গভীরে, আমাদের বিশ্বাসের শিকড়ে কুঠারাঘাত করছে! যত ইচ্ছা ইতিহাসের উদাহরণ টানতে পারেন আপনি। তবে ভুলে যাবেন না, আপনার ভ্যাটিক্যানের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও, গ্যালিলিও-র মতো বিজ্ঞানীই জয়ী হয়েছেন। কির্শও হবে। একে প্রতিহত করার কোন উপায় নেই।'

নীরবতা নেমে এসেছিল কক্ষে।

'এই ব্যাপারে আমার অবস্থান একেবারে পরিষ্কার,' ভালদেজপিনো অবশেষে ভেঙেছিলেন সেই নীরবতা। 'এডমন্ড কির্শ আবিষ্কারটা না করলেই আমি খুশি হতাম। তার এই আবিষ্কার আমাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থার মাঝে ফেলে দিয়েছে। আমার আশা, এই তথ্য কোনদিন আলোর মুখ দেখবে না।' একটু বিরতি নিয়ে আবার যোগ করেছিলেন। 'সেই সাথে আমি এ-ও বিশ্বাস করি, যা ঘটে তা ঈশ্বরের আদেশেই ঘটে। হয়তো আমাদের প্রার্থনার কারণে ঈশ্বর মি. কির্শের সাথে কথা বলবেন। তাকে বোঝাবেন, এই আবিষ্কার যেন লোকসম্মুখে না আসে।'

শব্দ করে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন আল-ফযল। 'আমার মনে হয় না তার কণ্ঠ শোনার মতো কান বা বোঝার মতো মন কির্শের মতো মানুষের আছে।'

'হয়তো নেই। কিন্তু অলৌকিক কাণ্ড আমাদের চারপাশে অহরহই ঘটে।'

এবার রাগ প্রকাশ পেল আল-ফযলের কণ্ঠে। 'যথাযথ সম্মান রেখেই বলছি। আপনি যদি এই প্রার্থনা না করেন যে কির্শ এই ঘোষণা দেবার আগেই মারা যায়-'

'ভদ্রমহোদয়গণ!' ক্রমেই ঘন হয়ে ওঠা পরিবেশটা সামাল দেয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন কোভেস। 'তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবার কোন দরকার নেই! আজকেই আমাদের কোন ঐক্যমত্যের দরকার নেই। মি. কির্শ আরও একমাস পর তার আবিষ্কারের ঘোষণা দেবেন। আমরা নাহয় কিছুদিন এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি। তারপর আবার আলোচনা করা যাবে। হয়তো এই কয়দিনের মাঝে উপযুক্ত একটা সমাধান ধরা দেবে আমাদের হাতে।'

'ভালো পরামর্শ।' ভালদেজপিনো একমত।

'তবে বেশি দেরি করা চলবে না।' সাবধান করে দিয়েছিলেন আল-ফযল। 'দুই দিন পর ফোনেই আবার আলোচনা করব আমরা।'

'ঠিক আছে,' বলেছিলেন ভালদেজপিনো। 'তখন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

দুই দিন পার হয়ে গিয়েছে। আজ রাতে আবার আলোচনায় বসার কথা তাদের।

হাযিকোর স্টাডিতে একা বসে থাকতে থাকতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন র‍্যাবাই কোভেস। নির্ধারিত সময় পার হয়েছে আরও দশ মিনিট আগেই!

অবশেষে বাজতে শুরু করেছে ফোন, কোভেস যেন লুফে নিলেন রিসিভার।

'হ্যালো, র‍্যাবাই।' বিশপ ভালদেজপিনোর বিহ্বল কণ্ঠ শোনা গেল। 'দেরি করার জন্য দুঃখিত।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'আজকে আমাদের সাথে আল্লামা আল-ফযল যোগ দিচ্ছেন না।'

'ওহ!' অবাক হয়ে গেলেন র‍্যাবাই। 'তিনি ঠিক আছেন তো?'

'জানি না। সারাদিন ধরে ফোন করছি তাকে। কিন্তু আল্লামা যেন...উধাও হয়ে গিয়েছেন। সহকর্মীরাও কেউ জানে না যে তিনি কোথায়।'

কেঁপে উঠলেন কোভেস। 'ব্যাপারটা আশঙ্কাজনক।'

'আমি একমত। আশা করি কোন সমস্যায় পড়েননি তিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে, আরও বাজে সংবাদ আছে।' আরও ঘন হয়ে এল বিশপের কণ্ঠ। 'কেবলই জানতে পারলাম, এডমন্ড কির্শ একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তিনি তার আবিষ্কার বিশ্বের সামনে প্রচার করছেন...আজকেই!'

'আজকেই?' আঁতকে উঠলেন কোভেস। 'কিন্তু তিনি তো বলেছিলেন, একমাস পর কাজটা করবেন।'

'বুঝতেই পারছেন,' ভালদেজপিনোর জবাব। 'মিথ্যা বলেছেন তিনি!'